বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>010 >>22 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০১০ >> << ২২শে, আশ্বিণ ১৪৩০>>

ইসরাইলগাজা সহিংসতার পর লন্ডনে পুলিশের টহল জোরদার

লন্ডন ঃ ইসরাইলের উপর ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের হামলার পর লন্ডনের বিভিন্ন অংশে টহল জোরদার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে লন্ডন পুলিশ। মেট্রোপলিটন পুলিশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলেছে, আমরা ইসরাইলে চলমান সংঘাত এবং গাজার সাথে সীমান্ত সম্পর্কিত বেশ কিছু ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছি। আমাদের জনসাধারণকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যেই লন্ডনের বিভিন্ন অংশে দৃশ্যমান পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যান টুইটারে (বর্তমানে এক্স) বলেন, আমি আশা করছি, পুলিশ হামাস, অন্যান্য নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন প্রদর্শন বা ব্রিটিশ ইহুদিদের ভয় দেখানোর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আইনের পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করবে। এএফপির একজন সাংবাদিক উত্তরপশ্চিম লন্ডনে একটি সিনাগগে দৃশ্যমান নিরাপত্তা দেখেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন। শনিবার ব্যাপক রকেট হামলা এবং স্থল, বিমান ও নৌ আক্রমণের মাধ্যমে সহিংসতার সূত্রপাত হয়। ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে হামলায় ২০০ জনেরও বেশি ইসরাইলি নিহত, ১,০০০ জন আহত হয়েছে। সেই সাথে সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিকদেরও জিম্মি করেছে হামাস।

বাজার দর
SENSEX : 65512.39 -483.24
NIFTY : 19512.35 -141.16

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 31.00 °c
সর্বনিম্ন 22.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .27 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .43 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ব্রিটেনে আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সে দেশের আদালত

লন্ডনঃ ব্রিটেন সরকার অভিবাসীদের ঠেকাতে যে বিতর্কিত নীতি নিয়েছে, এ সপ্তাহে তা আদালতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। অভিবাসন প্রার্থীদের রোয়ান্ডা পাঠানো আইনী কিনা, আদালত তা বিবেচনা করবে। জুন মাসে আপিল আদালতের রায়ে বলা হয় সরকারের ঐ নীতি বেআইনী কারণ অভিবাসন প্রার্থীদের জন্য রোয়ান্ডা নিরাপদ নয়। দেশের কনজারভেটিভ সরকার ঐ রায়কে চ্যালেঞ্জ করেছে। সোমবার মামলার তিনদিনব্যাপী শুনানি শুরু হবার কথা। সরকার বলছে তাদের ঐ নীতি নিরাপদ। ভিয়েতনাম, সিরিয়া, ইরাক, ইরান এবং সুদানের অভিবাসীদের আইনজীবীরা বলছেন ঐ নীতি বেআইনী এবং অমানবিক। প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাক অঙ্গীকার করেছেন, অবৈধ অভিবাসন ঠেকানো তার সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। এ বছর ২ অক্টোবর নাগাদ ২৫ হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশী নৌকায় করে ব্রিটেনে পৌঁছেছে। তুলনায় গত বছর ঐ সময় নাগাদ এই সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার। ব্রিটেন এবং রোয়ান্ডা সরকার এক বছরের আগে একটি চুক্তিতে পৌঁছে যার আওতায় অভিবাসন প্রত্যাশীদের রোয়ান্ডা পাঠানো হবে এবং অভিবাসনের আবেদন মঞ্জুর হলে সে দেশে তারা থাকতে পারবে। এ নাগাদ একজনকেও রোয়ান্ডায় পাঠানো যায়নি কারণ এ বিষয়ে মামলা চলছে।

মিশরে পুলিশের গুলিতে দুই ইসরাইলি ও একজন মিশরীয় নিহত

মিশর ঃ মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে রবিবার এক পুলিশ ইসরাইলি পর্যটকদের ওপর গুলি চালিয়ে দুই ইসরাইলি ও একজন মিশরীয়কে হত্যা করে। এ ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছে। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিশরের একটি নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, পুলিশ সদস্য জানিয়েছেন, উসকানির কারণে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপরই পর্যটকগোষ্ঠীর ওপর এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়েন। ইসরাইলে হামাস জঙ্গিদের আকস্মিক হামলার মধ্যেই এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মিশর ও ইসরাইল ১৯৭৯ সালে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। তবু ইসরাইল বিরোধী মনোভাব দেশটিতে প্রবল, বিশেষ করে ইসরাইলফিলিস্তিনি সহিংসতার সময় এটি বেশি দেখা যায়।

লেহ লাদাখ কার্গিলে বিজেপির হার

লাদাখ ঃ লাদাখে স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে জিতলো এনসিকংগ্রেস জোট। বিজেপি মাত্র দুইটি আসনে জিতেছে।

লেহ, লাদাখ ও কার্গিলের জন্য এই স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদ। পাঁচ বছর পরপর এখানে ভোট হয়। এবার ওমর আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স(এনসি) ও রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস জোট করে লড়েছিল। এনসি জিতেছে ১২টি ও কংগ্রেস ১০টি আসনে। বিজেপি ও নির্দলরা পেয়েছে দুইটি করে আসন। ফলে ২৬ সদস্যের পার্বত্য পরিষদে বোর্ড গঠন করবে এনসিকংগ্রেস জোট।

ভোটের আগে এনসির আবেদন ছিল, ৩৭০ ধারা বিলোপসহ বিজেপির নীতির প্রতিবাদে যেন মানুষ ভোট দেন। এমনিতে লাদাখে মুসলিমদের সংখ্যা ৪৬ শতাংশ, বৌদ্ধরা ৪০ শতাংশ ও হিন্দুরা ১২ শতাংশ। আবার লেহতে বৌদ্ধরা প্রায় ৪৪ শতাংশ, হিন্দুরা ৩৫ শতাংশ। আর কার্গিলের ৭৭ শতাংশ মুসলিম, ১৪ শতাংশ বৌদ্ধ, সাত শতাংশ হিন্দু ও প্রায় এক শতাংশ শিখ। তিনটি এলাকাতেই বিজেপির পরাজয় হয়েছে। এই নির্বাচনে প্রায় ৭৮ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল বলেছেন, ‘‘দশ বছর পর কংগ্রেস

আবার এখানে ভালো ফল করলো। ইন্ডিয়া জোটের শরিক এনসির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা সুইপ করেছে।’’

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের দাবি, ‘‘গত মাসে লাদাখে রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রা করেছিলেন। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব এই নির্বাচনে পড়েছে।’’

এরপরই বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর প্রতিক্রিয়া, ঃরাহুল গান্ধী নিজে যে দাবি করেননি, সেটা জয়রাম করছেন। বিজেপি গতবার তো মাত্র একটি আসন পেয়েছিল। এবার তারা দুইটি আসন পেয়েছে।ভোটও গতবারের তুলনায় বেশি পেয়েছে।’’

সাবেক মন্ত্রী ও কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ পি চিদম্বরম বলেছেন, ‘‘মানুষ বিজেপির কর্মসূচি ও ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছে।’’ সিপিএম নেতা তারিগামিও জানিয়েছেন, ‘‘এই জয় প্রমাণ করলো, ৩৭০ ও কাশ্মীর নিয়ে বিজেপির প্রচার মানুষ খারিজ করে দিয়েছে।’’

ওমর আবদুল্লার দবি, ‘‘এনসি ও কংগ্রেসের শক্তিশালী জোটের সামনে পড়ে বিজেপির পরাজয় হয়েছে। তাদের অগণতান্ত্রিক নীতিকে মানুষ। প্রত্যাখ্যান করেছে।’’

যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের পাশে আছে ঃবাইডেন

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের পাশে আছে এবং তাদের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র কখনই পিছপা হবে না। ইসরাইলে সন্ত্রাসী সংগঠন হামাসের হামলার প্রেক্ষিতে শনিবার হোয়াইট হাউজে বক্তব্য দানকালে প্রেসিডেন্ট একথা বলেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার বক্তব্যে বলেন, আজ, ইসরাইলের জনগণ সন্ত্রাসী সংগঠন হামাস দ্বারা আক্রমণের শিকার। ট্র্যাজেডির এই মুহূর্তে, আমি তাদেরকে (ইসরাইলের জনগণকে), বিশ্ববাসীকে ও সন্ত্রাসীদের বলতে চাই যে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের পাশে আছে। আমরা তাদের সমর্থনে কখনই পিছপা হব না। আমরা নিশ্চিত করব যে তাদের নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা রয়েছে এবং তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারছে। আপনারা জানেন, বিশ্ব ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাজার হাজার রকেট ইসরাইলি শহরগুলিতে বর্ষিত হয়েছে। আমি আজ সকালে উঠার পর থেকেই এই খবর পাচ্ছি। এটি শুরু হয়েছে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। ইসরাইলে হামাস সন্ত্রাসীগোষ্ঠী শুধুমাত্র ইসরাইলি সৈন্যই নয়, ইসরাইলি বেসামরিক নাগরিকদেরও হত্যা করেছে। রাস্তায়, বাড়িতে, নিরীহ মানুষদের হত্যা ও আহত করা হচ্ছে। পুরো পরিবারকে জিম্মি করা হচ্ছে। ইহুদি ক্যালেন্ডারের পবিত্রতম দিন উদযাপন করার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার হামাস ইসরাইলের উদ্দেশে হাজার হাজার ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে এবং দেশটির অত্যন্ত সুরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় বেশ কয়েক ডজন সেনা পাঠিয়ে বড় আকারে পেশীশক্তি প্রদর্শন করে, যা একটি বড় ছুটির সময় ইসরাইলকে অপ্রস্তুত করে তোলে।

ইসরাইলের জরুরী সেবা সংস্থা জানায়, চিকিৎসাকর্মীরা ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে ১৬ জন হতাহতকে উদ্ধার করেছে, যার মধ্যে একজন ষাটোর্ধ বৃদ্ধা আছেন। তিনি গাজা থেকে আসা ক্ষেপণাস্ত্রের সরাসরি আঘাতে নিহত হন। এই হামলায় আহত অপর ২ ব্যক্তি আশংকাজনক অবস্থায় আছেন।

উভয় পক্ষে হতাহতের আরও খবর এসেছে। তবে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। ইসরাইলি গণমাধ্যম জানায়, দক্ষিণ ইসরাইলে কয়েক ডজন মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গাজায় অবস্থিত ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানায়, অসংখ্য নাগরিক আহত হয়েছেন। তবে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানানো হয়নি। মসজিদগুলোতে লাউডস্পিকারে নিহত যোদ্ধাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়। হামাস, ইসরাইলের উদ্দেশে ২ হাজারেরও বেশ ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে।

ইসরায়েল থেকে ভারতীয়দের ফেরানোর ব্যবস্থা

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলে প্রায় এক হাজার ভারতীয় ছাত্র আছেন। তাদের ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মিনাক্ষী লেখি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয় বিষয়টির দিকে নজর রেখেছে। দ্রুত যাতে ভারতীয় নাগরিকদের ইসরায়েল থেকে ফিরিয়ে আনা যায়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রোববার মিনাক্ষী বলেছেন, ভারত সরকার ভারতীয় ছাত্রদের ফেরানোর জন্য পরিকল্পনা শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয় বিষয়টি দেখছে। সব দিক খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে কবে, কীভাবে ছাত্রদের ফেরানো হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেননি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, এর আগেও এমন কাজ ভারত করেছে। অপারেশন গঙ্গা, বন্দে ভারত এমনই বেশ কিছু অপারেশনের নাম। বিদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনা তাদের নাগরিকদের উদ্ধার করেছে। এবারও তেমনই কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

বস্তুত, ইসরায়েলে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের ওয়েবসাইট অনুযায়ী সেখানে প্রায় ৯০০ ছাত্র পড়াশোনা করেন। ইসরায়েলে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। তবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইহুদি, যারা বিভিন্ন সময়ে ইসরায়েলে চলে গেছেন, তার সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার। ভারত সরকার অবশ্য সবার প্রথমে ভারতীয় ছাত্রদের ফেরানোর পরিকল্পনা করেছে বলে জানা গেছে।

গত শনিবার হামাসের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। হামাস প্রথম ইজরায়েলে আক্রমণ করে। তার পরেই ইসরায়েল এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বেশ কিছু ভারতীয় ছাত্র সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এবিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, বোমাবর্ষণ শুরু হওয়ার পরেই সাইরেন বেজে ওঠে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংকারে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইসরায়েলের পুলিশ তাদের বাংকারে নিয়ে যায়। সেখানে প্রায় সাতআট ঘণ্টা তাদের বসে থাকতে হয়। লাগাতার বোমাবর্ষণের শব্দ শুনতে পান তারা। পরে তাদের বাড়ি চলে যেতে বলা হয়। তবে বাড়ি থেকে বার হতে নিষেধ করা হয়েছে। ছাত্ররা জানিয়েছেন, ভারতীয় দূতাবাস তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। এদিকে, ঘটনার পর ভারত কড়া ভাষায় এই ঘটনার নিন্দা করেছে। দ্রুত যাতে ওই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার আহ্বান জানানো হয়েছে। গত কয়েক বছরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিকবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। তাদের সম্পর্ক ভালো বলেই কূটনৈতিক মহলের দাবি। যেভাবে সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, ভারত তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বলে জানানো হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে।

যুদ্ধ সবার আগে প্রয়োজন স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরানো

ইসরায়েলে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭০০

ইসরায়েল ঃ হামাসের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। পাশে অ্যামেরিকা এবং যুক্তরাজ্য।

গাজা স্ট্রিপ লাগোয়া ইসরায়েলের এলাকায় হামাসের হামলায় এখনো পর্যন্ত প্রায় ৭০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ইসরায়েলের তরফে জানানো হয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এবিষয়ে শেষ তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েল। শুধু তাই নয়, বহু ইসরায়েলিকে হামাস পণবন্দি করেছে বলেও জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হামাসের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসরায়েল।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এবিষয়ে জরুরি বৈঠক শুরু হয়েছে। বৈঠকে ১৫ জনের সভার কাছে অ্যামেরিকা আর্জি জানিয়েছে, এই মুহূর্তে হামাসের আক্রমণের বিরুদ্ধে যেন নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অ্যামেরিকার ডেপুটি রাষ্ট্রদূত রবার্ট উড জানিয়েছেন, ‘‘অধিকাংশ দেশ নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষে থাকলেও কয়েকটি দেশ অ্যামেরিকার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।’’ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত সংবাদসংস্থা এপি'কে জানিয়েছেন, অ্যামেরিকা দাবি করছে, রাশিয়া নিন্দা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু সে কথা সত্য নয়। চীনের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, সবার আগে প্রয়োজন স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরানো। দুই পক্ষের কাছেই শান্তি প্রক্রিয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

অ্যামেরিকা ইসরায়েলকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার বার্তা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই একাধিক যুদ্ধজাহাজ এবং যুদ্ধবিমান ইসরায়েলে পাঠানো হয়েছে। ফ্লাইট কেরিয়ার জাহাজও পাঠানো হয়েছে ইসরায়েলের সমুদ্রে। ওয়াশিংটন জানিয়েছে, হামাসের আক্রমণে বহু মার্কিন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ফলে অ্যামেরিকা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে ইসরায়েলকে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মার্কিন প্রেসিডেঃট জো বাইডেন ফোনে কথা বলেছেন বলে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে।শনিবার গাজা স্ট্রিপ লাগোয়া ইসরায়েলের একটি অঞ্চলে হামাস আক্রমণ চালায়। সেখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। রোববার পর্যন্ত শুধু ওই এলাকা থেকেই প্রায় ২৬০টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। হামাসের আক্রমণে এখনো পর্যন্ত অন্তত ৭০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। বহু মানুষ নিখোঁজ। হামাস তাদের পণবন্দি করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে ইসরায়েলের পাল্টা আক্রমণে চারশর মতো হামাস সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অ্যামেরিকা জানিয়েছে, হামাসকে সম্পূর্ণ নির্মূল না করা পর্যন্ত এই যুদ্ধ থামবে না।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাজ্য নিঃশর্ত সাহায্য করবে ইসরায়েলকে। হামাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যুক্তরাজ্য ইসরায়েলের পাশে। এদিকে ইসরায়েলের সেনা জানিয়েছে, হামাসের ৮০০টি পরিকাঠামোরকে এখনো পর্যন্ত টার্গেট করেছে ইসরায়েল।

জার্মানির চ্যান্সেলর শলৎস জানিয়েছেন, জার্মানি ইসরায়েলের পাশে আছে। তিনি ইতিমধ্যেই মিশরের প্রেসিডেন্ট আসসিসিসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে কথা বলেছেন। শলৎশ বলেছেন, ‘‘ইসরায়েলের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ হয়েছে।’’ শলৎস জানিয়েছেন, তার অফিস, জার্মানির পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ইসরায়েলের পতাকাও তোলা হয়েছে।

মাটিগাড়ায় খুন হওয়া নাবালিকাকে নিয়ে ইউটিউবে ভিডিও বানিয়ে জেলে যেতে হল দুই ইউটিউবারকে

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়ায় খুন হওয়া নাবালিকাকে নিয়ে ইউটিউবে ভিডিও বানিয়ে জেলে যেতে হল দুই ইউটিউবারকে। নারী শক্তি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার দুই যুববকে বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে দ্রুত দুজনের নাম পলাশ সাহা, হৃদয় বর্মন।

গত মাসে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকায় নাবালিকা এক স্কুল ছাত্রীকে খুনের ঘটনা ঘটে । ঘটনার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে এই ঘটনাকে ঘিরে জোর সড়োগোল পড়ে ছিল। আর এই ঘটনার পর নাবালিকা ওই স্কুল ছাত্রীর নাম ব্যবহার করে ভিডিও তৈরি করে ধৃত ওই দুই যুবক। এরপরই ভিডিওটি নারীশক্তি নামে একটি সংগঠনের নজরে আসে । বিষয়টি নিয়ে তারা প্রথমে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পরে চলতি মাসের ২৬ তারিখ শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে গতকাল রাতে শিলিগুড়ির আশিঘর থেকে ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার পুলিশ। এরপর সাইবার ক্রাইম থানাকে হস্তান্তর করা হয়। ধৃত দুজনকে বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহাকুম আদালতে তোলা হয়। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাচ্চা বদলের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো ইসলামপুরে

উত্তর দিনাজপুর –গত ২৩তারিখ মহদ্দূবির তার স্ত্রী আনোয়ারা বেগমকে ইসলামপুর সুপার স্পেসালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। বিকাল তিনটা নাগাদ স্ত্রীকে ডেলিভারি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরে হাসপাতালের এক নার্সিং স্টাফ এসে বলেন তার ছেলে হয়েছে। এর ১৫ মিনিট পরে বেশ কিছু নার্সিং স্টাফ তার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং জিজ্ঞাস করে তিনি কি জানেন যে তার পেশেন্ট এর কি হয়েছে ছেলে না মেয়ে? উত্তরে আবেদ জানান, জানানো হয়েছে যে তার ছেলে হয়েছে । এই কথা শুনে সেই নার্সিং স্টাফেরা সেখান থেকে চলে যান। এর মিনিট দশক পরে একজন নার্সিং স্টাফ এসে তাকে জানায় তার ছেলে হয়নি তার মেয়ে হয়েছে। এই ঘটনার পরে জাভেদ বুঝতে পারেন না কোন কথা টি সঠিক। তাই তিনি তার স্ত্রীর সাথে কথা বলে তাবেই বুঝবেন আসলে তার ঘরে ছেলে এসেছে না মেয়ে।তার স্ত্রী ও সঠিকভাবে জানেন না তার কি হয়েছে।কারন তাকে বাচ্চা দেখানো হয়নি। এরপর তিনি প্রথমে মৌখিক এবং আজ লিখত আকারে অভিযোগ করেন এবং তার বাচ্চার ডি এন এ পরিক্ষা করানোর দাবী জানানা।

জলাভূমি ভরাট এর বিরুদ্ধে যৌথ পরিবেশ মঞ্চের জেলাশাসক দপ্তরে জমায়েত

জ ল পা ই গু ড়ি ঃ জলাভূমিগুলোকে রক্ষা করা ও বহুতল নির্মান যেখানে হবে সেখানের যেন জমির চরিত্র বদল না করে করা হয়, কোন ভাবেই জলাশয় গুলোর চরিত্র বদল করে যেন টাউনশীপ গড়ে না ওঠে । মূলত এই দাবির ভিত্তিতে আর জেলা শাসক দপ্তরে জমায়েতে করে স্মারকলিপি প্রদান করেন যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্যরা। এছাড়াও তারা বলেন বারবার জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গার জলাশয় বন্ধ করে অবাধে বহুত নির্মাণ চলছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের আঃেদালন আগামীতে হবে ।পাশাপাশি জলপাইগুড়ি বিশ্ববাংলা সংলগ্ন এলাকায় একটি জলাভূমিকে বন্ধ করে বহুতল নির্মাণ করার অভিযোগ উঠলেও পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ি পৌরসভা হস্তক্ষেপে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাই আমরা সেই আগামীতে জলপাইগুড়ি শহর যাতে সুস্থ সুন্দরভাবে থাকতে পারে.

অনিয়মভাবে বেতন পাওয়ার অভিযোগ সহ একাধিক সমস্যার প্রতিবাদ জানিয়ে চাচল সুপারস্পেস্যালিটি হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখালো অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা

মালদা ঃ অনিয়মভাবে বেতন পাওয়ার অভিযোগ সহ একাধিক সমস্যার প্রতিবাদ জানিয়ে চাচল সু পা র স্পে প স্যা লি টি হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখালো অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। মঙ্গলবার দুপুরে আচমকায় সাফাই কর্মীদের এই কর্ম বিরতির জেরে চরম সমস্যায় পড়তে হয় রোগী এবং তাদের আত্মীয়দের। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে এই বিক্ষোভ। সাফাই কর্মীদের কর্ম বিরতি ও বিক্ষোভের জেরে অচলাবস্থা দেখা যায় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সাফাই কর্মী, গ্রুপ ডি স্টাফ ও নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে মোট সংখ্যা ১৫১ জন রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই একটি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, করোনা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত এই সাফাই কর্মীরাই নিজেদের জীবন বাজি রেখে হাসপাতাল সাফাইয়ের কাজ করেছেন। অথচ, নতুন সাফাই এজেন্সি দায়িত্বে আসার পরেই চাচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সমস্ত সাফাই কর্মীদের বেতন কাটছাট করা হয়েছে। প্রত্যেকজন সাফাই কর্মীর বেতন থেকে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা কোনো কারন ছাড়াই কেটে নেওয়া হয়েছে। একাধিকবার এজেন্সিকে জানিয়েও কোনো সূরাহা হয় নি। যারফলে এদিন বিক্ষোভের পথে হাঁটলেন সাফাই কর্মীরা। এদিন সকাল থেকে হাসপাতালে কর্মবিরতি রাখেন সাফাই কর্মীরা তারপর হাসপাতালে মূল ফটকের সামনে তুমুল বিক্ষভ প্রদর্শন করেন। মূলত কি কারণে তাদের পরিশ্রমের টাকা কাটা হলো সেই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভে শামিল হন শতাধিক সাফাই কর্মী।

এদিকে সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতির জেরে অচল অবস্থা দেখা যায় চাঁচল সুপারস্পেসস্যালিটি হাসপাতালে। হাসপাতালের মহিলা, পুরুষ বিভাগসহ একাধিক ওয়ার্ডে নোংরা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটে থাকে, দুর্গন্ধে টেকা দেয় রোগী সহ রোগীর পরিবারের।তবে সাফাই কর্মীদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে কোনো রকম কোনো মন্তব্য করতে চাননি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

লাগাতার বৃষ্টিতে ডুবেছে মাঠের ফসল।মাঠের জল নিকাশ না হওয়ার কারণে সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা

মালদা ঃ লাগাতার বৃষ্টিতে ডুবেছে মাঠের ফসল।মাঠের জল নিকাশ না হওয়ার কারণে সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা।বাধ্য হয়ে রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেড লাগিয়ে অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার চাষিরা।মঙ্গলবার মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের আশ্বিনপুরের ঘটনা।পরে প্রশাসনের আশ্বাসে দুপুরে বিক্ষোভ তুলে নেন তারা। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে,চলতি মরসুমে চাঁচল ১ ব্লকের ১০১ টি মৌজায় প্রায় আট হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান ও প্রায় সাতশো হেক্টর জমিতে শীতকালীন সব্জি চাষ হয়েছে।

এদিকে আশ্বিনপুর মৌজার চাষিদের দাবিতে বৃষ্টির জেরে সেখানে কয়েক'শো বিঘার ফসল জলের তলায় ডুবে রয়েছে।সময়ের মধ্যে জল নিকাশ না হলে মাঠের কয়েক'শো বিঘা ধান গাছ নষ্ট হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা চাষীদের।নিকাশ না হওয়ায় জলে প্লাবিত ডুবে রয়েছে তুঁতের চারা,নষ্ট হয়েছে শীতকালীন ফসলও।জল নিকাশ না হলে কয়েককোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হবে চাষীরা।

সিকিমে মৃত বীরভূমের সেনা জওয়ান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিকিমে হড়পা বান থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বীরভূম জেলার এক সেনা জওয়ান মারা গিয়েছে । মৃতের নাম গোপাল মাডডি (২৮) বাড়ী ময়ূরেশ্বর থানার নান্দুলিয়া গ্রামে । ছয় অক্টোবর বিকালে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গোপালের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছায় । ২০১৪ সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল । সুমিত্রা মুর্মু বলেন, জলপাইগুড়ি জেলার বিন্নাগুড়িতে পোস্টিং ছিল সেখান থেকে সিকিমে বাবা ধামে ডিউটি করতে গিয়েছিল । ডিউটি সেরে বিন্নাগুড়ি ফেরার পথে দুর্যোগ কবলে পড়ে ।

কংগ্রেস করায় বিয়ে মামলায় বেকসুর খালাস পরিবার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ২০১৮ সালে বিয়ের পর নির্যাতন অভিযোগ তুলে চন্দ্রপুর থানায় সিভিক ভলেন্টিয়ার ভবানীপ্রসাদ মালী এবং ভবানীপ্রসাদের বাবা কো অপারেটিভ ব্যাঙকের ম্যানেজার অমরচন্দ্র মালী,মা, বোন, কাকার নামে অভিযোগ দায়ের করেছিল এক মহিলা । সেই ঘটনায় চন্দ্রপুর থানায় কর্মরত সিভিক ভলেঃটিয়ার ভবানীপ্রসাদ মালীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ । ২০১৮ সালে ভবানীপ্রসাদ মালীর বাবা অমরচন্দ্র মালী রাজনগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন । দীর্ঘদিন মামলা চলার পর সিউড়ি আদালতে নয় অক্টোবর ২০২৩ সালে রায়দান করা হয় । সকলকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেন বিচারক । আইনজীবী রামপ্রসাদ মন্ডল বলেন, দীর্ঘদিন মামলা চলার পর সিউড়ি আদালতে বিচারক সকলকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেন । অভিযোগকারী মহিলা যে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি সাটিফিকেট জমা দিয়েছিলেন সেটা ভুয়ো প্রমাণিত আগেই হয়েছিল । বিভিন্ন অংশ (বিবাহের দিন,ম্যারেজ অফিসারের নাম) বুদ্ধিমান ইঁদুর খুবলিয়ে খেয়ে নিয়েছে । অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেবো । অমরচন্দ্র মালী বলেন, কংগ্রেস করতাম বলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আমাদের ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল । আমার ভাই সিউড়ি সুভাষপল্লীতে থাকে তাও তার নাম দিয়ে দিয়েছিল । খুব ভালো লাগছে আইনে এখনো সত্যের জয় হয় সেটাই আবার প্রমাণ হয়ে গেলো ।

কামদুনি রায়ের প্রতিবাদ সভা রামপুরহাটে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সোমবার সকাল দশটায় রামপুরহাট ভাঁড়শালা মোড়ে বীরভূম জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে কামদুনি কাণ্ড নিয়ে রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশে একটি প্রতিবাদ সভা করা হয় । শহরে মিছিল ও ভাঁড়শালা মোড়ে আধঘন্টার প্রতীকী হাই রোড অবরোধ করা হয় । কামদুনি কান্ডে নিম্ন আদালতে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত দোষী ব্যক্তিগন বিচারে উচ্চ আদালতে মুক্তি পেয়েছে ।পুনরায় সঠিক তদন্ত করে কামুদুনির ধর্ষনকারীদের ফাঁশিকাঠে ঝোলানো হোক ।সভার নেতৃত্ব দিয়েছেন মিলটন রসিদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি । প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দ কাসাফদ্দোজা কার্যকরী সভাপতি বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি,জেলাপরিষদ বিরোধী দলনেতা তথা অধ্যক্ষ সাব্বির হোসেন,চঞ্চল চ্যাটার্জী কার্যকরী সভাপতি বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি,আসিফ ইকবাল চেয়ারম্যান জেলা মাইনরিটি কংগ্রেস কমিটি,রত্না সেন সভাপতি বীরভূম জেলা মহিলা কংগ্রেস কমিটি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

বেহাল রাস্তা অবরোধে আটকে ডেপুটি স্পিকার কটাক্ষ বিজেপির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বোলপুরের মকরমপুর এলাকার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল প্রশাসনকে জানিয়েও সুরাহা হয় নি অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । প্রতিবাদে সোমবার সকালে বাঁশ দিয়ে আটকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা । সেই রাস্তায় আটকে পড়ে রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দোপাধ্যায় । তাকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় । স্থানীয় বাসিন্দা শুভেন্দু রায় বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল । মেরামতের দাবিতে অবরোধ করেছি । সামনে চারটে প্রাইভেট স্কুল আছে প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটে । যতক্ষন পর্যন্ত পিডবলুডি লোকজন না আসছে ততক্ষন অবরোধ চলবে । ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দোপাধ্যায় বলেন, এসডিওর সঙ্গে কথা বললাম । ডিএমর সঙ্গে কথা বলবো । আমাকে কেউ আটকায় নি । বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, রাস্তা দিয়ে গেলে মনে হবে মহাকাশযান থেকে চাঁদের ছবি পাঠানো হয়েছে । আর বেশিদূর নেই যেদিন বোলপুরের মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকে দিনের বেলায় চাঁদ তারা দেখাবে ।

All stakeholders meeting-এর বৈঠক শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ

কলকাতা ঃ All stakeholders meeting-এর বৈঠক শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। তিনি নিজে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন আগে থেকেই এই বৈঠকে থাকবেন না বলে। তবে EC MEETING-এ থাকছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। দুপুর ২ টোর মধ্যে তিনি এলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনে। কিছুক্ষণের মধ্যে ইসি মিটিং শুরু হবে। All stakeholders meeting-এর শেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের এক প্রতিনিধি এই মিটিং সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানালেন। তাদের একটা বিষয়েই উষ্মা প্রকাশ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই all stakeholders meeting-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য না থাকার জন্য। APSU সংঘঠনের সদস্য সৌর্যদীপ্ত রায়, all stakeholders meeting -এ কোন কনক্লিউশনে আসা হলো না এমনটাই দাবি তাদের।

যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করতে সুন্দরবনে তৈরি হচ্ছে আধুনিক মানের চারটি জেটি

পাথরপ্রতিমা ঃ জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ এটাই সুন্দরবনের মানুষের জীবনযাপনের রোজনামচা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা দ্বীপের মানুষদের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম হলো নদীপথ। আর এই পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন দ্বীপ এলাকার নদীগুলিতে ওত পেতে রয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যু।নদীতে রয়েছে প্রচুর কুমির । সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত তাদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। পাথরপ্রতিমায় যে সকল দ্বীপগুলি রয়েছে সেই সকল দ্বীপে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম ভরসা নৌকো বা ভুটভুটি। দ্বীপের যে সকল জেটিঘাট গুলি রয়েছে সে সকল জেটিঘাট গুলির বেহাল দশা। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই বেহাল জেটির কারণে কার্যত ভাটার সময় কাদার মধ্যে দিয়ে চলাফেলা করতে হয়। বেশ কয়েকবার মানুষজনদের কুমিরের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল। প্রান্তিক দ্বীপ এলাকার মানুষজন এই বেহাল জেটি সংস্কারের জন্য বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিল। বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পর অবশেষে মিলল সুরাহা । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পাথরপ্রতিমার প্রান্তিক এলাকার মানুষদের জন্য চারটি আধুনিক জেটি নির্মাণের কাজ শুরু করল রাজ্যের পরিবহন দপ্তর। এই জেটি গুলিতে থাকবে আধুনিক ব্যবস্থাপনা। পাথরপ্রতিমা দ্বীপের অচিন্ত্য নগর থেকে বনশ্যামনগর খেয়াঘাটে এই আধুনিক জেটি নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও কালীবঙ্গাল ঘাট ও চাঁদমারি ঘাটে এই আধুনিক মানে জেটি নির্মাণ করা হবে। এই জেঠি নির্মাণের কাজের শুভ শিলান্যাস করেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা , দক্ষিন জেলার সভাধিপতিসহ একাধিক ব্যক্তি । আগামী ছমাসের মধ্যে এই জেটি নির্মাণের কাজ সুসম্পন্ন হবে বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী বলেন, উত্তরে পাহাড় আর দক্ষিণে সাগর । আর সুন্দরবনের অন্যতম সুন্দর একটি দ্বীপ হলো পাথরপ্রতিমা। এই এলাকার বিভিন্ন দ্বীপ গুলিতে অতি সুন্দর প্রাকৃতিক ও মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন দ্বীপগুলি পর্যটকদের কাছে অজানা। আধুনিক মানের এই চারটি জেটি নির্মাণের পর পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন দ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সুগম হয়ে যাবে। এর ফলে সুন্দরবনের পর্যটনের অনেকটাই শ্রীবৃদ্ধি হবে। সাধারণ মানুষ ও পর্যটকেরা অতি সহজেই পাথর প্রতিমার বিভিন্ন দিক গুলিতে আসতে পারবে। এ বিষয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা বিজয়কৃষ্ণ সাউ জানান, জেটি নির্মাণের পর কলকাতার সঙ্গে পাথরপ্রতিমা যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই সুগম হবে। এর ফলে সাধারণ মানুষ খুব উপকৃত হবে।

বাইক ও ট্রেকারের মুখোমুখি সংঘর্ষের মৃত্যু বাইক চালকের

ক্যানিং ঃ বাইক ও ট্রেকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইক চালকের। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত হেড়োভাঙা বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার বাজার থেকে বাইক চেপে বাড়ি ফিরছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা পরমেশ্বর অধিকারী। সেই সময় হঠাৎ অপরদিক থেকে একটি যাত্রী বোঝাই ট্রেকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে ধাক্কা মারে । বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান পরমেশ্বর বাবু । স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন । মৃতের বাড়ি ক্যানিং থানা এলাকায়। এই ঘটনার পর ঘটনাস্থলে গাড়ি রেখে চম্পট দেয় টেকার চালক। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করার পাশাপাশি চালকের খোঁজে চলছে তল্লাশি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন অধিকারী পরিবার। পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।

ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

জয়নগর ঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুরের এক যুবকের । মৃতদেহ ময়না তদন্তের পরে ভিন রাজ্য থেকে জয়নগরে বাড়িতে আনা হয় । সেখান থেকে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পুলিশ ও মৃতের পরিবার সূএে জানা গিয়েছে , জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর তালতলার বাসিন্দা নচিকেতা চক্রবর্তী ও কবিতা চক্রবর্তীর একমাত্র ছেলে বছর বাইশের অনুপম চক্রবর্তী গত এক বছর আগে অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের একটি আইটি সেঃটারে কাজ পায় । দীর্ঘ এক বছর যাবত সে ওখানে ওই কোম্পানিতে এনিমেশনের উপরে কাজ করত। ভালো কাজের সুনামে ইতিমধ্যেই প্রমোশনও পেয়েছে সে। প্রতিদিন নিয়ম করে সকাল ও রাতে বাবা ও মার সঙ্গে কথা বলতো অনুপম। শুক্রবার রাত ১১ঃ৪৫ মিনিট নাগাদ শেষ কথা হয় মার সাথে । প্রতিদিন সকালে অফিসে যাওয়ার আগে সে ফোন করত। কিন্তু শনিবার সকাল থেকেই তার ফোন সুইচ অফ ছিল । আর তাতেই চিন্তা বেড়ে গিয়েছিল অনুপমের বাবামার। আর ঐদিন বেলায় ছেলের ফোন থেকে মা কবিতার কাছে আরপিএফ থেকে ফোন করে জানানো হয় তাদের ছেলের মৃতদেহ রেললাইনের উপরে পড়ে আছে । তাদের যেতে বলা হয়। এই খবর পাওয়ার পর তড়িঘড়ি তারা ঐদিনই বিশাখাপত্তনমের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন । মঙ্গলবার মৃতদেহ জয়নগরের উত্তর দুর্গাপুরে বাড়িতে ফিরলে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের মানুষজন থেকে এলাকার বাসিন্দারা। সদা হাস্যময় যুবক অনুপমের মৃত্যু খুন , আত্মহত্যা না নিছক দুর্ঘটনা তার তদন্তের কাজ শুরু করেছে অন্ধপ্রদেশ পুলিশ। এদিকে মৃতের পরিবারের দাবী তাদের ছেলেকে খুন করা হতে পারে। তাদের ছেলের এইভাবে মৃত্যু তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেননা। তার কাজের জায়গায় হিংসার কারণে তাকে মেরে ফেলা হতে পারে বলে পরিবারের দাবী । তারা চায় সুষ্ঠু ভাবে তদন্ত করা হক।

স্কুল যাবার পথে চার চাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। ঘটনায় আহত হয়েছেন অপর এক কিশোরী

বর্ধমান ঃ স্কুল যাবার পথে চার চাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। ঘটনায় আহত হয়েছেন অপর এক কিশোরী। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে খন্ডঘোষ থানার মেটেডাঙ্গা এলাকায়। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত স্থানীয় মানুষ বর্ধমান বাঁকড়া রোড গাছের গুড়ি ফেলে ২ঘঃটা অবরোধ করে।ঘটনাস্থলে যায় খন্ডঘোষ থানার পুলিশ ।পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শেখ সামিম আক্তার(১৪)। তার বাড়ি খন্ডঘোষের মেটেডাঙ্গায়। আহত হয়েছেন তেরো বছরের নাজিমা পারভিন। তাকে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।মৃত সেখ সামিম আক্তার অষ্টম শ্রেনীতে পরে।এবং ১৩বছরের নাজিমা পারভিন সপ্তম শ্রেনীতে পরে।তারা দুজনেই সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই বোন।মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে স্কুল যাওয়ার সময় তাদের একটি চার চাকা গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম দুই কিশোর কিশোরীকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয়রা বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক ঐ কিশোর, শেখ শামীম আক্তার কে মৃত ঘোষণা করেন।আকস্মিক এই দুর্ঘটনার পরই এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে

জমিতে তৃণমূলের ফ্লাগ লাগানো কেন্দ্র করে খুন তৃণমূল কর্মী

উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হরিশপুরে চৌড়া এলাকার ঘটনা। সূত্রপাত চলতি মাসের ১৯, সেপ্টেম্বর বছর ৩২ এ যুবক সিরাজুল মোল্লা তার জমিতে তৃণমূলের প্লাগ লাগানো কে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেড়ে যায় গুরুতরে জকম অবস্থায় বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার অবস্থা অবনতি হলে তাকে মধ্যমগ্রামে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় আজ সকাল বেলা সিরাজুল এর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চৌরা এলাকায়। মৃত যুবকের মা নুরুন্নাহার খাতুন ঢালী বলেন আমার নিজের জমি সেখানে জোর করে তৃণমূল একটা গোষ্ঠী দখল করে প্লাগ লাগানো জমিতে পার্টি অফিস করার চেষ্টা করছিল আমার ছেলের প্রতিবাদ করলে তাকে বেধরক মারধর করে, আমরাও তৃণমূল কর্মী। সরকারি ঘর পেয়েছি সেই জমিতে ঘর করব বলে। মৃতের স্ত্রী শাহনাজ বিবি বলেন, আমাদের একটা এক বছরের সন্তান রয়েছে সরকারি ঘর পেয়েছি আর হলো না যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ জমি দখলের চেষ্টা করে তাকে মারধর করা হলো না পুরনো সত্যতা জেন সবটাই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে সবাই পলাতক

চিনে আযোজিত এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম কারিগরও হলেন চুঁচুড়ার তিতাস সাধু

চুঁচুড়া ঃচলতি বছর টি ২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন চুঁচুড়ার তিতাস সাধু। সোমবার চিনে আযোজিত এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম কারিগরও হলেন তিতাস। এ দিন শ্রীলংকার বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান করে ভারত। জবাবে ২০ ওভারে ৮উইকেট হারিয়ে ৯৭ রানে ইনিংস সমাপ্ত করে শ্রীলংকা। ম্যাচে ১৯ রানে জয়ী হয় ভারত। এই ম্যাচে নির্দিষ্ট ৪ ওভার বল করে ১ টি মেডেন সহ মাত্র ৬ রান দিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেয় তিতাস।

সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম শহীদ রাজকুমার ভূলের মৃত্যু বার্ষিকী পালন

কলকাতাঃ সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম শহীদ রাজকুমার ভূলের মৃত্যু বার্ষিকী পালন হল স্মৃতিচারণা ও শহীদ রাজকুমার ভূলের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জমি আন্দোলনের নেতা মানিক দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ডেঙ্গু নিয়ে পৌর কর্পোরেশনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরকে ডেঙ্গু মুক্ত করতে পৌর কর্পোরেশনে একটি বড় আলোচনা সভার আযোজন করা হয়। বৈঠকে কার্যত অংশ নেন দার্জিলিং জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। পৌর কর্পোরেশনের সভা কক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দার্জিলিং, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দার্জিলিং, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন কমিশনার এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ইংরেজবাজার থানায় সিসি ক্যামেরার মনিটরিং রুম সহ বেশ কিছু আধুনিক পরিষেবার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের আইজি

মালদা ঃ পুজোর মরশুমে প্রতিমা দর্শনার্থীদের থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই সিসি ক্যামেরায় মালদা শহরকে মুড়ে ফেলার উদ্যোগ নিল জেলা পুলিশ ও প্রশাসন । যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে এবার থেকে জেলার প্রতিটি থানাগুলির মাধ্যমে মনিটরিং করা হবে। মঙ্গলবার দুপুরে ইংরেজবাজার থানায় সিসি ক্যামেরার মনিটরিং রুম সহ বেশ কিছু আধুনিক পরিষেবার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ কুমার যাদব। তার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, ইংরেজবাজার থানার আইসি আশীষ দাস সহ জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এদিন উত্তরবঙ্গের আইজিকে ইংরেজবাজার থানায় পদস্থ পুলিশ কর্তা ও কর্মীরা স্যালুটের মাধ্যমে স্বাগত জানান।

মালদা জেলায় ১৪টি সাধারণ থানা রয়েছে। একটি ইংরেজবাজার মহিলা থানা রয়েছে । এছাড়াও একটি সাইবার ক্রাইম থানা রয়েছে। পাশাপাশি জেলায় মোট সাতটি পুলিশ ফাঁড়িও রয়েছে। প্রতিটি থানা এবং পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকায় শহরগুলিতে এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পুলিশ। যেগুলি প্রতিটি থানা থেকেই বিশেষভাবে মনিটরিং করা হবে।

জেলা পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় দূর্গা পুজোর মরশুমে সবথেকে বেশি ভিড় হয় ইংরেজবাজার শহরে। এর পরই দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে পুরাতন মালদা পুরোসভা এলাকায়। ইংরেজবাজার শহরে কমপক্ষে ৪০০টি ছোট ও বড় দুর্গাপুজো হয়ে থাকে ।য়পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় প্রায় ১০০ টি দুর্গাপুজো হয়ে থাকে। ফলে পুজোর মরশুমে এই জেলার পাশাপাশি বাইরে থেকেও হাজার হাজার মানুষ প্রতিমা দর্শনের জন্য পুজোর কটা দিন ভিড় করে মালদা শহরে । আর এই পরিস্থিতিতেই আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকার মানুষদের স্বাভাবিক পরিষেবা দিতেই এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় সমস্ত থানায় মোট ৫৫০ টি সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ইংরেজবাজার থানা এলাকায় ৮০টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। নির্দিষ্ট থানা থেকেই এই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেই শহরের হাল হাকিকতের তদারকি করবে পুলিশ কর্তারা। পুজোর সময় কোথাও কোনো রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তা খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে জেলা পুলিশ।

এদিন ইংরেজবাজার থানার সিসি ক্যামেরার মনিটরিং রুম, মালখানা সহ বেশ কিছু নতুন ঘরের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ কুমার যাদব। তিনি বলেন, মালদা শহরেই বেশি মানুষের ভিড় হয়। তবে শুধু পুজোর মরশুম বলে নয় , সারা বছরই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে শহরের সমস্ত বিষয়গুলি মনিটরিং করা হবে। নির্দিষ্ট থানা থেকে অত্যাধুনিক ক্যামেরার মাধ্যমে কোন বিশৃঙ্খলা ধরা পড়লেও তাও তদারকি করে দেখা হবে। পুজোর সময় অসংখ্য মানুষ গ্রামীণ এলাকা থেকে মালদা শহরে প্রতিমা দেখতে আসেন। সেইসব দর্শনার্থীদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, তার জন্য শহরের বিভিন্ন ব্যস্তবহুল জায়গায় বসানো সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং করা হবে। যেখানে যত মানুষের ভিড় হবে, সেখানে প্রযুক্তিগতভাবে এই সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকবে। মালদা শহরের পাশাপাশি জেলার আইনশৃঙ্খলা সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রাখতেই এই সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৮০টি সিসি ক্যামেরা চালু করা হয়েছে। বাকিগুলিও খুব শীঘ্রই চালু করে দেওয়া হবে।

পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৩ তম জন্মদিন পালন করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃপন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৩ তম জন্মদিন পালন করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম।মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আজ তার জন্মদিন। ২০৩ বছর অতিক্রম করেও তিনি আজও বড্ড প্রাসঙ্গিক।২৬শে সেপ্টেম্বরই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। আর এই দিনটি সাড়ম্বরের সঙ্গে পালন করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। শহরের চিলড্রেন পার্কে অবস্থিত ঈশ্বর চন্দ্রের আবক্ষ মূর্তিতে মালা পরিয়ে পুষ্প বর্ষন করে শ্রদ্ধা জানানো হয় তাকে। এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র বলেন, বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার দিক নির্দেশিত পথে চলবে বাংলা তথা ভারত।

'অপদার্থ সরকার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রনে সম্পূর্ণ ব্যার্থ'' মন্তব্য মীনাক্ষীর

জলপাইগুড়ি ঃ লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ফের আন্দোলনে নামতে চলেছে সিপিএমের যুব সংগঠন। এবার কাজের দাবিকে সামনে রেখে আগামী ৭ই জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে ডিওয়াইএফআই। এই কর্মসূচিকে সফল করতে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত টানা দু'মাস ধরে ইনসাফ যাত্রা করবে DYFI সদস্যরা। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে এই কর্মসূচি সফল করতে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে এসে এই কথা জানান সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এদিন তিনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। রাজ্য সরকারের অপদার্থতায় ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারন করেছে বলে অভিযোগ তার। একই সঙ্গে গতকাল বিচারপতি অমৃতা সিনহার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে তুলোধুনো করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা তো ২০১১ সালেই এই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়ে পথে নেমেছিলাম। আজও রয়েছি।ধূপগুড়ি বিধায়ক নিয়ে রাজ্য ও রাজ্যপাল সংঘাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন নন ইস্যু কে ইস্যু বানিয়ে সামনে আনতে চাইছে রাজ্য ও কেন্দ্র। অথচ ১০০ দিনের কাজের টাকা মানুষ পাচ্ছেনা এই ব্যাপারে কারোর হেলদোল নেই।

বিশ্ব পর্যটন দিবসকে সামনে রেখে বিশেষ উদ্যোগ নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিস অ্যাসোসিয়েশনের

শিলিগুড়ি ঃ বিশ্ব পর্যটন দিবস। আর এই দিনটিকে সামনে রেখে পর্যটনের প্রসারে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিস অ্যাসোসিয়েশন। জানা গিয়েছে, এই বিশেষ দিনটিকে সামনে রেখে আগামীকাল হেরিটেজ তকমাধারী টয়ট্রেনের যাত্রীদের ফুল মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হবে। তবে এখানেই শেষ নয়, ডুয়ার্সের একাধিক পর্যটন কেন্দ্রেও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল জানান, পর্যটনের প্রচার এবং প্রসারে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একাধিক পরিকল্পনাও সামনে আসছে। আগামীতে সেসব প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা হবে মূলত জঙ্গল কেন্দ্রীক পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্য।

আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকায় করম পূজো অনুষ্ঠিত হলো

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ডীমা,বাসরা,মধু সহ বিভিন্ন ঘাটে করম বিসর্জন শুরু হলো। জানা যায়,ডুয়ার্সের আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হলো করম পূজো।এই দিনে বোনেরা তাদের ভাইয়ের জন্য উপবাস করে এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করে। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে করম পুজো করা হয়।গতকাল সন্ধ্যা থেকেই আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উৎসব করম পূজো অনুষ্ঠিত হয়েছে।সারারাত ব্যাপী চলে করম পুজো। এবং মঙ্গলবার সকালে করম বিসর্জন আয়োজিত হলো।ধামসা,মাদলের তালে নাচতে নাচতে করম বিসর্জনে সামিল হয়েছে সকলেই।

ভুয়া চিকিৎসকের হদিস মেলার অভিযোগ ঘিরে শোরগোল কোচবিহারে

কোচবিহার ঃ ভুযো চিকিৎসকের হদিস মেলার অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়েছে কোচবিহারে। মঙ্গলবার শহরের ধর্মতলা এলাকায় ওই 'ভুয়ো' চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও রোগীরা। তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত রতনচন্দ্র সরকার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। কয়েকমাস ধরে তিনি ধর্মতলা এলাকায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন। তার প্রেসক্রিপশনে নিউরো ফিজিশিয়ান, এমবিবিএস, এমডি (এইমস) লেখা রয়েছে। দালাল মারফত বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগী নিয়ে এসে তাঁদের ভুল চিকিৎসা ও প্রচুর পরিমাণে টেস্ট, ওষুধ লিখে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বিশেষ করে অসম থেকে আসা রোগীরাই তার টার্গেট ছিল।এদিন তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।যদিও অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি রতনচন্দ্র সরকারের দাবি, তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রয়েছে। তিনি ভুয়ো নন। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কিস্তির টাকা দেওয়ার চাপ এক বেসরকারি ঋণদান সংস্থার বিরুদ্ধে।ঋণদান সংস্থার চার কর্মীকে আটকে রাখলো প্রতিবেশীরা

জলপাইগুড়ি ঃ পারছিলেন না ঋণদান সংস্থার কিস্তির টাকা। অভিযোগ রাতের বেলা বাড়িতে ঢুকে কিস্তির টাকা দেওয়ার চাপ এক বেসরকারি ঋণদান সংস্থার বিরুদ্ধে।ঋণদান সংস্থার চার কর্মীকে আটকে রাখলো প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে উদ্ধার করল ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বোরাগাড়ি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

জানা যায় পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বোরাগাড়ি এলাকায় বাসিন্দা শেফালি রায় একটি বেসরকারি ঋণদান সংস্থার থেকে ৮০ হাজার টাকা লোন নেন।প্রতি সপ্তাহে তিনি ১৩৫০ টাকা করে ওই সংস্থার কর্মীদের দিতেন।দুই সপ্তাহ ধরে পারিবারিক আর্থিক সমস্যার কারণে কিস্তির টাকা দিতে পারছিলেন না।দুই সপ্তাহ ধরে কিস্তির টাকা দিতে না পারার জন্য এদিন রাত আটটা নাগাদ ওই বেসরকারি ঋণদান সংস্থার চারজন কর্মী শেফালি রায়ের বাড়িতে আসেন।তারা দুই সপ্তাহের কিস্তির টাকা দিতে বলেন।সেই সময় শেফালি রায় বাড়িতে একাই ছিলেন।পরবর্তী তার স্বামী কৃষি কাজ সেরে বাজার করে বাড়িতে ফেরেন। তার স্বামী বিশ্বজিত রায় বলেন দুই সপ্তাহ ধরে কিস্তির টাকা দিতে পারছিলাম না জন্য রাতের বেলা বাড়িতে এসে টাকার জন্য হুমকি দেন ঋণদান সংস্থার কর্মীরা।টাকা না দিলে বাড়ি থেকে যাবেন না বলে জানান তারা।আমরা তাদের বলি পারিবারিক আর্থিক সমস্যার জন্য দুই সপ্তাহ কিস্তির টাকা দিতে পারবো না।এই টাকা শেষে গিয়ে পরিশোধ করে দিব।কিন্তু তারা আমাদের কথা শুনছিলেন না।অনবরত টাকার দাবিতে তারা হুমকি দিতে থাকে।আশেপাশের প্রতিবেশীরা একত্রিত হয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানান।তাদের ম্যানেজারকে ঘটনাস্থলে আসার কথা বলা হয়।কিন্ত তিনি আসেনি। এদিকে ঋণদান সংস্থার কর্মীদের আটকে রাখার খবর ধূপগুড়ি থানায় পৌছাতেই ঘটনাস্থলে আসে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।পুলিশের তরফে দুই পক্ষের কথা শোনা হয়।পরবর্তী পরের সপ্তাহ থেকে কিস্তির টাকা দেওয়া হবে বলে জানানো হলে ঋণদান সংস্থার কর্মীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ঋণদান সংস্থার এক কর্মী নুর আমিনের অভিযোগ গত দুই সপ্তাহের কিস্তির টাকা চাইতে আসলে আমাদের আটকে রাখা হয়।কোন রকম হুমকি বা চাপ দেওয়া হয়নি। ঘটনার তদন্তে ধুপগুড়ি থানার পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করম পূজায় ছুটি ঘোষণা করায়

জলপাইগুড়ি ঃআদিবাসী জনগোষ্ঠীরা বরাবরই প্রকৃতির আরাধনা করে আসছে,সে নদী হোক কিংবা পাহাড়।এমনই এক পূজোর নাম করম পূজো। সমগ্র জেলা জুড়ে চলছে করম পূজো।

মূলত, প্রকৃতি এবং করম গাছকে রাজা রূপে পূজো করা হয় এই উৎসবে। শ্রাবণ মাসে এই উৎসবের সূচনা হয়ে সমাপ্ত হয় কার্তিক মাসে।তেমন জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন মেতে করম উৎসবে, উৎসবে শামিল অন্যান্যরাও। এদিন রাতে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড়, রায়পুর চা বাগান শহর লাগবো বিভিন্ন চা বাগানে হচ্ছে এই উৎসব। মুখ্যমন্ত্রী কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করম পূজায় ছুটি ঘোষণা করায়। মূলত জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা বলে এদিন রাতে ধামসা মাদলের তালে করম পূজা উৎসবে মেতে উঠেছেন ৮ থেকে ৮০ প্রত্যেক থেকেই।রাজগঞ্জের শিকারপুর, ভান্ডারপুর সহ জলপাইগুড়ি রায়পুর চা বাগান, করলাভ্যালি বাগানসহ বিভিন্ন চা বলয়ে শুরু হয়েছে করম উৎসব।

অবৈধ ম্যাদকসহ অ্যাটক ১ যুবক

শিলিগুড়ি ঃখড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের অভিযানে মাদক সহ গ্রেফতার ১ যুবক। ধৃতের নাম চন্দন বর্মন। ধৃত পানিট্যাঙ্কি হাবিলদার বস্তির বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পানিট্যাঙ্কি রেলগেট এলাকায় একটি চারচাকার গাড়ি আটক করে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ১৩২ গ্রাম ব্রাউন সুগার।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় এক যুবককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা।ধৃত যুবককে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

মালদা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এবং বসে আঁকো অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন বিদ্যালয় পরিদর্শক শাখা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই অতুলচন্দ্র মার্কেটের শিক্ষা ভবন সংলগ্ন জায়গায় এই কর্মসূচি শুরু হয়। চলে দুপুর পর্যন্ত। এদিন শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ কর্তা সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরাও অনুষ্ঠানের উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রায় ৫০ জন রক্তদাতা এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন করতে চলেছে হিমালয়ান হসপিটালিটি এন্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক

শিলিগুড়ি ঃ বিশ্ব পর্যটন দিবস পালন করতে চলেছে হিমালয়ান হসপিটালিটি এন্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি ক্লাবের সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান আয়োজক সংস্থার সদস্যরা। তারা জানান আগামীকাল শিলিগুড়ির মেয়ে ফেয়ারে এসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আগামীকাল সকালে একটি প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হবে যেখানে বিভিন্ন স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র ছাত্র ও সাধারণ মানুষেরা অংশগ্রহণ করবে। কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠান আয়োজন সহযোগিতা করা হবে। জানা গিয়েছে প্রতিবছরের মত এ বছরও হিমালয়ান হসপিটালিটি এন্ড ট্যুরিজম আওয়ার্ড দেওয়া হবে এই প্রথমবার এই আওয়ার্ডকে মান্যতা দিয়েছে ঙ্গগচজ্ঝগ।

বিয়ের ২০ দিনের মাথায় ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মালদা ঃ বিয়ের ২০ দিনের মাথায় ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মঙ্গলবার সকালে মালদা জেলার কালিয়াচক থানার দুইশত বিঘির খুব লালটোলা এলাকায়। মৃতদেহ আনা হলে ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত গৃহবধূর নাম মমতা মণ্ডল বয়স ২১ বছর। অভিযুক্তরা হল স্বামী প্রসেনজিৎ মন্ডল শশুর মহাদেব মন্ডল শাশুড়ি জোসনা মন্ডল সহ বেশ কয়েকজন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে বিগত কুড়ি দিন আগে বৈষ্ণবনগর থানার শুকদেবপুর এলাকায় ধর্ম মন্ডল এর মেয়ে মমতা মণ্ডল কালিয়াচক থানার প্রসেনজিতের সাথে ভালোবাসা করে বিবাহ করে। বিয়ের পরেই মমতার পরিবারের পক্ষ থেকে টাকা পয়সা পণ হিসেবে দেয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। হঠাৎই আজ সকালে মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা খবর পায় সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এরপর পরিবারের সদস্যরা ছুটে গিয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি বিভাগে চিকিৎসকেরা ওই গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত গৃহবধূর দাদা জানাই তার বোনকে মারধর করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে তার স্বামী শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। মৃত গৃহবধূর দাদা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। যদিও গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

বেতন বৃদ্ধিসহ ১২ দফা দাবিতে সিএমওএইচে স্মারকলিপি দেন আশা কর্মীরা

শিলিগুড়ি ঃ ১২ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করলেন আশা কর্মীরা।মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন আশাকর্মীরা।মিছিলটি হাসপাতাল মোড় হয়ে হাসমিচকে পৌঁছায়। সেখানে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন আশাকর্মীরা। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে পথ অবরোধ তুলে নেন তারা। এরপর সেখান থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে গিয়ে আশা কর্মীদের চারজনের একটি প্রতিনিধির দল সিএমএইচও এর কাছে তাদের দাবি সম্মিলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেন।আঃেদালনকারীরা জানান, ঝড় বৃষ্টি রোদ উপেক্ষা করে দিন রাত লাগাতার তারা কাজ করে চলেছেন।কিন্তু এই চলতি সময়েও তাদের মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়। এর আগেও তারা বহুবার বেতন বৃদ্ধির দাবি সহ তাদের একাধিক দাবি প্রশাসনের কাছে তুলে ধরেছিলেন।কিন্তু কোনওসুরাহা মেলেনি। ফলে বাধ্য হয়ে তারা আরও একবার বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

টুকরো খবর

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলের দোকানে তালার সঙ্গে ঝোলানো গুলি! চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলের দোকানে তালার সঙ্গে ঝোলানো গুলি! সোমবার সকালে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল রাজগঞ্জের ভুটকিহাট এলাকায়।খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে গুলিটি উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, রাজগঞ্জ ব্লকের মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের মগরসুবা এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষ রায়ের ছেলের একটি স্টেশনারি দোকান রয়েছে ভুটকিহাট এলাকায়।সোমবার সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেন দোকানের সাটারে তালার সঙ্গে একটি গুলি ঝোলানো রয়েছে। খবর চাউর হতেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। ছুটে আসেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষ রায়। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।রাজগঞ্জ থানার পুলিশ পৌঁছে গুলিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করলো মালদা শহরের পূর্ব দেশবন্ধু পাড়া সার্বজনীন পুজো কমিটি

মালদা ঃ খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করলো মালদা শহরের পূর্ব দেশবন্ধু পাড়া সার্বজনীন পুজো কমিটি। সোমবার পুজো মন্ডপের সামনে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের কর্তারা ধুমধাম করে খুঁটি পুজোর আয়োজন করে ঢাকঢোল বাজিয়ে পুরোহিতের মন্ত উচ্চারণের মাধ্যমে চলে খুঁটি পুজো। মালদা শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম পূর্ব দেশবন্ধু পাড়ার সার্বজনীন পূজা কমিটি। এবারও তাদের পুজোয় আলোকসজ্জা এবং দেবী প্রতিমায় চমক থাকবে বলে জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে উদ্ধার হল কচ্ছপ

শিলিগুড়ি। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে শিবমন্দিরের সারদা পল্লীর বাসিন্দা মৌসুমী বর্মন বাড়ি ফেরার সময় এশিয়ান হাইওয়ের ওপর কচ্ছপটিকে দেখতে পান।এরপর কচ্ছপটিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন তিনি।সোমবার কচ্ছপটিকে বাগডোগরা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আগামী মাসের ৫ তারিখ সিজিও কমপ্লেক্স ঘেরাও করতে চলেছে সিপিএম মহম্মদ সেলিম

শিলিগুড়ি ঃ পথে নামবে সিপিএম। রাজ্যের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে আগামী মাসের ৫ তারিখ সিজিও কমপ্লেক্স ঘেরাও করতে চলেছে সিপিএম। সোমবার শিলিগুড়িতে এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে এমনই মন্তব্য করলে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলা কমিটির নেতৃত্বদের নিয়ে এদিন বৈঠক সারেন মহম্মদ সেলিম। তবে শুধু এদিনের এই বৈঠক নয়, ইতিপূর্বে একাধিক জেলার নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক সেরেছেন সেলিম। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে শুরু থেকেই রাজ্যের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে ধরেন সেলিম। তবে শুধু রাজ্যে নয় কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ধরেন সেলিম। পাশাপাশি দূর্নীতি তদন্তে সিবিআই ইডির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে ধরেন। অন্যদিকে, রাজ্যপালের একের পর এক হুঁশিয়ার প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সিভি আনন্দ বোসকে জোকার বলে কটাক্ষ করে বসলেন তিনি।

পূজার মুখে জলপাইগুড়ি রানীনগর শিল্পতালুকে তৃণমূল কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠনের বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রানীনগর শিল্প তালুকের এক ঠান্ডা পানীয় কোম্পানির গেটের বাইরে এদিন সকাল থেকেই তৃণমূলের পতাকা হাতে শ্রমিক সংগঠনের বিক্ষোভ। মাইক হাতে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে স্লোগান শাউটিং এর মধ্য দিয়ে এদিন সামিল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বেশকিছু কর্মী সহ স্থানীয়দের একাংশ। তাদের দাবি এই ফ্যাক্টরিতে স্থানীয় শ্রমিক নিযোগ করতে হবে।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ বাইরে থেকে শ্রমিক এনে এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করানো হচ্ছে অথচ স্থানীয়রা কাজ থেকে বঞ্চিত। স্থানীয়দের নিযোগের দাবিতে এদিনের এই বিক্ষোভ বলে বিক্ষোভকারীরা জানান।যদিও ফ্যাক্টরি ম্যানেজার শুভম আগরওয়াল এর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এবিষয়ে তার জানা নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে জানাবেন।যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর ইতিমধ্যেই বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এসেছে।ডেপুটি লেবার কমিশনার (ত্ত্বগ্নক্ত) কে বিষয়টি দেখার জন্য বলা হয়েছে।

খাবারের খোঁজে দলছুট বুনো হাতির হানা দিল চা বাগান মালিক পক্ষের সংগঠন ডিবিআইটিএ ক্যাম্পাসে

জলপাইগুড়ি ঃ খাবারের খোঁজে দলছুট বুনোহাতি হানা দিল চা বাগান মালিক পক্ষের সংগঠন ডিবিআইটিএ ক্যাম্পাসে। রবিবার রাত ১২টা নাগাদ একটি বুনোহাতি মোরাঘাট জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাবারের খোঁজে গেট ভেঙে ডিবিআইটিএ ক্যাম্পসে ঢুকে পড়ে। এরপর হাতিটি ক্যাম্পাসে থাকা আবাসন গুলিতে খাবারের খোঁজে হামলা চালায়। হাতির হামলায় আবাসনে থাকা বাসিন্দারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে হাতিটি ছোটাছুটি করতে থাকে। হাতিটি আবাসনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না করলেও আবাসনের ভিতরে থাকা গাছগাছালি নষ্ট করে দেয়। সেইসাথে ভেঙে ফেলে সীমানাপ্রাচীর। প্রায় আধঘঃটা ডিবিআইটিএ ক্যাম্পাসে ছোটাছুটি করে বাসিন্দাদের তাড়া খেয়ে হাতিটি বাইরে বেরিয়ে চাবাগান দিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে। হাতিটি চলে যাবার পর ঘটনাস্থলে আসে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রান শাখার কর্মীরা। এদিকে রাতে আচমকা হাতির হানায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ডিবিআইটিএ আবাসনের বাসিন্দারা।

আলিপুরদুয়ার মহিলা লেনদেন কমিটির ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে এসেছে সিবিআই প্রতিনিধি দল

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ারে সিবিআই এর প্রতিনিধি দল। আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমিতির প্রায় ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমিতির আমানতকারী ও এই কেসের মামলাকারী কল্পনা দাস সরকারের বাড়িতে আলিপুরদুয়ার থানার মহিলা পুলিশ কর্মীদের নিয়ে পৌছায় সিবিআই প্রতিনিধি দল । এবং সুত্রের তার থেকে এই কেসের তথ্য সংগ্রহ করছে সিবিআই।

দুর্গা পুজার খুঁটি পুজা হলো শামুকতলা হিন্দি স্কুলের মাঠে

আলিপুরদুয়ার ঃ দুর্গাপূজার খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হলো শামুকতলা গান্ধী শতাব্দী হিন্দী প্রাইমারি স্কুল মাঠে। ৫৩ বছর ধরে এই পুজো চলছে এমনটাই জানা গেছে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে। । শামুকতলা বাজার এলাকায় গান্ধী শতাব্দী হিন্দি প্রাইমারি স্কুলের মাঠে উদয় সংঘের পূজা এবার শামুকতলায় তাক লাগিয়ে দেবে দর্শকদের এমন টাই বলছেন তারা। কাল্পনিক মন্দির তৈরি করবেন যার উচ্চতা হবে কম করে ৬০ ফুট । প্রতিবছর গান্ধী শতাব্দী স্কুলে মাঠে উদয় সঙ্গের পুজোতে দর্শকদের ঢল নামে ।ক্লাবের সম্পাদক স্বপন পাল জানিয়েছেন এলাকার মানুষের সহযোগিতায় তাদের পুজোকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাবেন।

মহিলা ফুটবল টুর্নমেন্টের সূচনা

ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া এলাকার উজ্জ্বল সংঘ ও পাঠাগারের আট দলীয় পুরুষ ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং চার দলীয় মহিলা টুর্নামেঃেটর মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হল মঙ্গলবার। এদিন দুটি দল অংশ নেয়। একদিকে ছিল মোহিত নগর ওমেন স্পোর্টিং একাডেমী অন্যদিকে ছিল রায়গঞ্জ ছাত্র সমাজ ফুটবল একাডেমী। এদিনের খেলায় ২-১ গোলে জয়ী হয় মোহিত নগর ওমেন স্পোর্টিং একাডেমী।

সম্পাদকীয়

ইসরায়েলের দর্প যেভাবে চূর্ণ করল ফিলিস্তিনিরা

ফিলিস্তিনিদের আচমকা জ্বলে ওঠাকে ইসরায়েলের জন্য বিশাল সামরিক ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক বিপর্যয় বলা যেতে পারে। মাত্র কদিন আগেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দম্ভভরে বলে এসেছেন, ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে তাঁরা আরব অংশীদারদের নিয়ে নতুন একটি মধ্যপ্রাচ্য গড়বেন। বেনিয়ামিন তাঁর কল্পিত নতুন মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিনকে পুরোপুরি মুছে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই দম্ভোক্তির রেশ কাটতে না কাটতেই ফিলিস্তিনিদের আকস্মিক আক্রমণ তাঁর ও ইসরায়েলের ওপর রাজনৈতিক ও কৌশলগত বড় আঘাত হয়ে নেমে এসেছে। মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল ও তার বদমেজাজি নেতাদের ভড়কে দিয়েছে। এসব নেতা বহুদিন ধরে নিজেদের অজেয় ভেবে এসেছেন এবং বারবার তাঁরা তাঁদের শত্রুপক্ষকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছেন। ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে গাজা থেকে অগ্নিবাণের মতো রকেট ছুড়েছে। জল স্থল অন্তরিক্ষ থেকে একযোগে হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলের সামরিক ও বেসামরিক অবস্থান নিশানা করে তারা হাজার হাজার রকেট ছুড়েছে। এতে দুই শতাধিক ইসরায়েলি নাগরিক

নিহত হয়েছেন। হামাসের হাতে কয়েক ডজন ইসরায়েলি সেনা ও বেসামরিক লোক বন্দী হয়েছেন। হামাসের এই হামলার উদ্দেশ্য মোটেও গোপন কিছু নয়। প্রথমত, এই হামলার মধ্য দিয়ে হামাস ইসরায়েলের দখলদারি, উৎপীড়ন, অবৈধ বসতি এবং ফিলিস্তিনিদের ধর্মীয় প্রতীক, বিশেষ করে আল আকসা মসজিদকে অপবিত্র করার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলে বর্ণবাদী শাসন জারি রাখা ইসরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিরোধিতার একটি জোরালো বার্তা দিতে চেয়েছে হামাস। হামলার সর্বশেষ লক্ষ্য হলো, ইসরায়েলি কারাগার থেকে যতটা সম্ভব ফিলিস্তিনি রাজবন্দীদের মুক্ত করার জন্য আরেক দফা বন্দিবিনিময় নিশ্চিত করা। স্মরণ করা যেতে পারে, গাজা উপত্যকার হামাস নেতা ইয়াহিয়া আল সিনওয়ার ইসরায়েলের কারাগারে দুই দশকের বেশি বন্দী থাকার পর বন্দিবিনিময়ের মাধ্যমে ছাড়া পেয়েছিলেন। এর আগে ইসরায়েলের হামলায় অন্য অনেক ফিলিস্তিনির মতো হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মাদ দেইফ অনেক স্বজন হারিয়েছেন। দেইফের স্ত্রী, তিন বছরের শিশুকন্যা ও বছরখানেক বয়সী এক পুত্র সন্তানকে ইসরায়েলি সেনারা হত্যা করেছিল। ফলে এই হামলার পেছনে শাস্তিমূলক ও প্রতিশোধমূলক দিকও রয়েছে। সেই দিক থেকে দেখলে হামাসের হামলাটি অবিশ্বাস্য রকম মর্মান্তিক হওয়া সত্ত্বেও তা খুব কমই আশ্চর্যজনক ছিল। মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল ও তার বদমেজাজি নেতাদের ভড়কে দিয়েছে। এসব নেতা বহুদিন ধরে নিজেদের অজেয় ভেবে এসেছেন এবং বারবার তাঁরা তাঁদের শত্রুপক্ষকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছেন। ১৯৭৩ সালের 'আকস্মিক' আরব হামলার পর থেকে ইসরায়েল তার দ্বারা নিপীড়িত শক্তিগুলোর প্রত্যাঘাতে বারবার ধাক্কা খেয়েছে এবং ভয় পেয়েছে। ১৯৮২ সালে ইসরায়েল লেবাননে হামলা চালানোর পর লেবাননের দিক থেকে প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত আসায় তারা ঠিক এমনিভাবে হকচকিত হয়ে পড়েছিল। ১৯৮০ ও ২০০০ সালের ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদার সময় ইসরায়েল ধাক্কা খেয়েছে। ইসরায়েলি দখলদারি পরবর্তী ৫০ বছরের বেশি সময় গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে ইসরায়েল অনেকবারই ধাক্কা খেয়েছে। এটি এখন সবার কাছে স্পষ্ট, ইসরায়েলের সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্ব হামাসের এই হামলার কথা ভাবতেই পারেনি। এটি ইসরায়েলি গোয়েন্দা ও সামরিক ব্যর্থতার প্রতিনিধিত্ব করে। ইসরায়েলের হাতে সুদক্ষ গুপ্তচর, সর্বাধুনিক ড্রোন ও নজরদারি প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও তারা আক্রমণের বিষয়টি আগেভাগে জানতে পারেনি। তাই প্রতিরোধও করতে পারেনি। তবে এই ক্ষতি ইসরায়েলের সামরিক ও গোয়েন্দা পরিসর ছাপিয়ে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় বয়ে এনেছে। স্বঘোষিত অপরাজেয় রাষ্ট্রটি যে ভেতরে ভেতরে কতটা অরক্ষিত, দুর্বল ও শৌর্যবীর্যহীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক নেতৃত্বদানে কতটা অযোগ্য, তা হামাসের হামলা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ভয়ে আতঙ্কে বাড়িঘর ও শহর ছেড়ে পতঙ্গের মতো ইসরায়েলিদের ছুটে পালানোর ছবি আগামী বহু বছর সামগ্রিকভাবে ইসরায়েলিদের স্মৃতিতে চেপে বসে থাকবে। আজ যেটি ঘটে গেছে, তা সম্ভবত ইসরায়েলিদের ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ দিন। এটিই সম্ভবত তাদের সবচেয়ে অপমানের দিন।

চলতি বছর মন্দা থেকে বের হতে পারছে না জার্মানি

গত বছরের চেয়ে এ বছর জার্মানির অর্থনীতি দশমিক চার শতাংশ সঙ্কুচিত হতে পারে। জোট সরকারের সবশেষ প্রাক্কলনে এ চিত্র উঠে এসেছে। তবে আগামী বছর প্রবৃদ্ধির দেখা পাবে দেশটি।

সরকারের সর্বশেষ প্রাক্কলিত হিসেব অনুযায়ী, ২০২৩ সালে আগের বছরের তুলনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি দশমিক চার শতাংশ কমতে পারে।

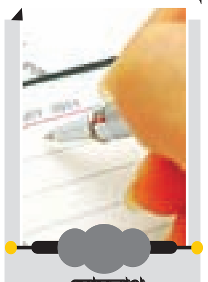

সোমনাথ
প্রাবন্ধিক

সরকারের সূত্রের বরাতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জার্মান বার্তা সংস্থা ডিপিএ। এর আগের পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল চলতি বছর জার্মানির প্রবৃদ্ধি হবে দশমিক চার শতাংশ। কিন্তু মূল্যস্ফীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভাটা পড়ায় কাঙ্খিত

আয়ের দেখা পাচ্ছে না ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনীতি। তবে সরকারি প্রাক্কলন অনুযায়ী, আগামী বছর নিত্যপণ্যের দাম কিছুটা সহনীয় হবে। এ বছরের মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশ থেকে কমে আগামী বছর তা দুই দশমিক ছয় শতাংশ হবে।

গত বছরের শেষ প্রান্তিকে ও চলতি বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিতে জার্মানির অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ছিল। ২০২৩ সালের তৃতীয় প্রান্তিকেও সেই ধারা বজায় থাকছে। অর্থনীতিতে পরপর দুই প্রান্তিক নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকলে তাকে মন্দা পরিস্থিতি বলে ধরা হয়। সেই হিসাবে এই বছর মন্দা থেকে বের হতে পারছে না দেশটি। সরকারি সূত্রের বরাতে ডিপিএ আরো বলছে, ২০২৪ সালে মন্দার ধাক্কা কাটিয়ে এক দশমিক তিন শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। ২০২৫ সালে তা কিছুটা বেড়ে হবে এক দশমিক পাঁচ শতাংশ। বুধবার এই প্রাক্কলনের রিপোর্টটি প্রকাশ করবেন অর্থমন্ত্রী রবার্ট হাবেক।

ধ্যান ও উপাসনার জন্য রূপের বা মূর্তির প্রয়োজন

আমাদের সনাতন ধর্মে মূর্তি পূজার প্রচলন বেশি।যদিও বেদান্তবাদীরা নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা করে থাকেন আবার ইসলাম পন্থীরা ও নিরাকার আল্লার উপাসনা করে থাকেন কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্মে ভগবান কে মূর্তির মধ্য দিয়ে উপাসনা,সাধনা ও পুজো করা হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, ভগবান সাকার ও নিরাকার দুই।যেমন জল আর বরফ।নিরাকার পরম ব্রহ্ম কে ধারণা করা মুস্কিল।তাই তাঁকে চিন্তা করার জন্য,তাঁর সাধনার জন্য নাম ও রূপের প্রয়োজন।অসীম ও অনন্ত ঈশ্বর কে আমরা এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে পারি না তাই ভগবানের একটি সাকার রূপের প্রয়োজন হয়।তাই আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজার প্রচলন আছে।মূর্তি পূজা ও মূর্তি উপাসনায় মন সহজ ভাবে একাগ্র চিত্ত হয়,মন রূপের মধ্য দিয়ে অরূপে যায়।তাই দুর্গা,কালী, শিব,হরি, নারায়ণ,রাম,কৃষ্ণ,রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব দেবীর মূর্তি গড়ে আমরা হিন্দুরা পুজো করে থাকি।মূর্তি শুধু নিছক মাটি,খড়,রং ও পাথর নয় মূর্তি হলো ভগবানের প্রতীক।তা ছাড়া আন্তরিক ভাবে সাধনা করলে ও ডাকার মতো ডাকতে পারলে মিন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী হয়,মূর্তি কথা বলে,দেখা দেন,খান।তার প্রমান দিয়ে গেছেন রামপ্রসাদ,কমলাকান্ত,বামাক্ষেপা, রামকৃষ্ণ দেব,মীরা বাই,তুলসীদাস, কালিদাস, বিবেকানন্দ,প্রণবানন্দ,নিগমানন্দ,লোকনাথ আদি কত ভক্ত,সাধক,মহাপুরুষ ও অবতার পুরুষগন।সাধনার দ্বারা তাঁরা মাটির প্রতিমার মধ্যে ঈশ্বর কে দর্শন করেছেন,কথা বলেছেন,খাইয়েছেন ও লীলা করেছেন।তাই মূর্তি শুধু খড় কুটো নয়,মূর্তি ঈশ্বরের প্রতীক।ধ্যান করার জন্য ও উপাসনার জন্য মূর্তির প্রয়োজন আছে।

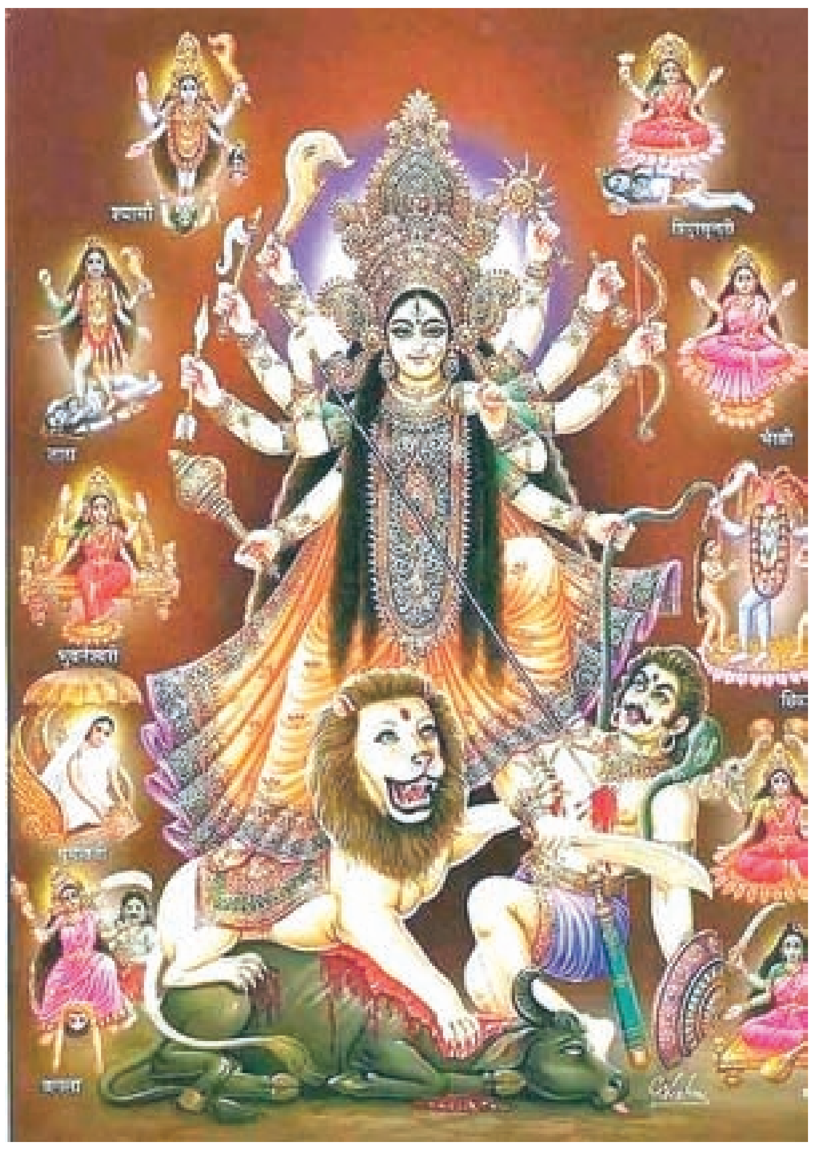

নেপাল মালদ্বীপে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন

দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে এ বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এ বছরের শেষে ও আগামী বছর আরও কয়েকটি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে গত মার্চ মাসে ভূরাজনৈতিক মানদণ্ডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেপালে নির্বাচন হয়েছে। গত মাসের শেষ দিকে ভারত মহাসাগরের (এই মহাসাগরকে কেন্দ্র করেই ইন্দো প্যাসিফিক নীতি হয়েছে) মাঝখানে অবস্থিত মালদ্বীপে নির্বাচন হয়েছে। মালদ্বীপ শুধু কৌশলগত দিক থেকেই নয়, ভূরাজনৈতিক দিক থেকেও মহাগুরুত্বপূর্ণ দেশ। মালদ্বীপের নির্বাচনটি এ অঞ্চলে, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরে চীন ভারত, চীন মার্কিন দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপট থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশটিও চীনপন্থী ও ভারতপন্থী এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন দল মালদ্বীপিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ কোনো রাখঢাক ছাড়াই ভারতপন্থী বলে পরিচিত। আর প্রগ্রেসিভ পার্টি অব মালদ্বীপসের প্রার্থী মালের মেয়র মোহামেদ মুইজ্জুর পরিচিতি চীনপন্থী হিসেবে।

দুই দফা ভোটে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ পরাজিত হন মোহামেদ মুইজ্জুর কাছে। সলিহ পরাজয় স্বীকার করে মুইজ্জুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানান। ভোটের আগে বৈরিতাপূর্ণ প্রচার প্রচারণা থাকা সত্ত্বেও প্রতীকী এই অভিনন্দন মালদ্বীপের জনগণের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখবে। জনসংখ্যার দিক থেকে ছোট দেশ মালদ্বীপ। প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম সলিহর শাসনামলে সেখানে প্রতিবেশী ভারতের আধিপত্য বেড়েছে। মালের পত্রপত্রিকার খবরে জানা যাচ্ছে, মালদ্বীপের উথুরু থিলাফলুতে ভারতের সহযোগিতায় যে বন্দর তৈরি হচ্ছে, সেখানে ভারতীয় সেনাদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু। তিনি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে মালদ্বীপ থেকে সব বিদেশি সেনাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। মালদ্বীপের জাতীয় চেতনা ক্ষুণ্ন করে এবং আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এমন শক্তির সঙ্গে কোনো আঁতাত তিনি করবেন না।

মালদ্বীপের নির্বাচন নিয়ে কোনো পক্ষের অভিযোগ বা আক্ষেপ ছিল না। চীন ও ভারতের প্রতিযোগিতা এবং ভারত মহাসাগরের অন্যতম ভূকৌশলগত অবস্থানের কারণে এই নির্বাচনের ওপর নজর ছিল পশ্চিমা বিশ্বের। দারুণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ ছিল এবারের নির্বাচন। অতীতেও মালদ্বীপের কোনো নির্বাচন নিয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে কোনো প্রশ্নের অবতারণা হয়নি। নির্বাচন প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করতে উপস্থিত ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথের পর্যবেক্ষক দল। পর্যবেক্ষক দলের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু নির্বাচন যে আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের উত্তরের আরেক প্রতিবেশী নেপালকেও নির্বাচনের আগে পরে কোনো রাজনৈতিক সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। নির্বাচনের পরে সরকার গঠন নিয়ে দলগুলোর মাঝে নানা দর কষাকষি হলেও নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে দেশের ভেতরে ও আন্তর্জাতিক মহলে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। নেপাল এ অঞ্চলের দুটি বৃহৎ পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের মাঝখানে ভূবেষ্টিত রাষ্ট্র। এরপরও নেপালের নির্বাচনে বাইরের হস্তক্ষেপের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। নেপালের রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চীন ও ভারতের প্রভাব থাকলেও তা নিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতাও তৈরি হয়নি। এ অঞ্চলে কনিষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ নেপাল। গৃহযুদ্ধ ও রাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা বদল হয়ে আসছে দেশটিতে।

ভুটানেও এ বছরের শেষের দিকে অথবা আগামী বছর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। খুব ছোট দেশ ও দুই বড় শক্তির অভিন্ন সীমান্তে থাকলেও ভুটান চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বড় দেশের প্রভাববিহীন থাকতে। ছোট দেশ হলেও বর্তমান বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে ভুটানের ভূকৌশলগত অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট থাকলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন আগামী বছরের গোড়ার দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত, আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী দেশ ভারতেও আগামী বছরের মাঝামাঝি পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া এবং অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, আমরাও আসন্ন নির্বাচনের মুখে রয়েছি। জনসংখ্যার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশের কথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন নিয়ে প্রায় প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের আগে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি নির্বাচনে বাইরের দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপের অভিযোগও রয়েছে। বিশেষ করে গত দুটি নির্বাচনের একটিতে সরাসরি এবং অন্যটিতে পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ও প্রভাব দেখা গেছে। আর এবারের আসন্ন নির্বাচনে তো বৃহৎ প্রতিবেশীসহ বিশ্বের বৃহৎ শক্তি ও তাদের মিত্রদের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের মধ্যে সরকারে অধিষ্ঠিত ও ক্ষমতার বাইরে থাকা প্রধান দলগুলোর মধ্যে সরাসরি কোনো সমর্থনের লক্ষণ বা অভিব্যক্তি না থাকলেও চীন রাশিয়া এবং ভারতের ক্ষেত্রে তেমনটা বলা যায় না। যদিও বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে অন্যতম প্রভাবশালী দেশ ভারত ক্ষমতাসীন দলকে অতীতের মতো নিরঙ্কুশ সমর্থন দিচ্ছে বলে অনেকেই মনে করেন না।

আমরা এবারের নির্বাচন নিয়ে অনেক সমস্যায় পড়েছি। গত দুই বছর অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই এসব সমস্যার কথা বলে আসছেন। অনেকেই বলছেন, আগামী নির্বাচন ২০১৪ বা ২০১৮ সালের মতো হওয়ার সুযোগ নেই। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে ধরনের পরিস্থিতি প্রয়োজন বা যুক্তরাষ্ট্র যে ধরনের পরিবেশে নির্বাচন দেখতে চায়, সে ধরনের পরিবেশ তৈরির আলামত এখনো দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভিসা নীতির প্রয়োগও শুরু করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র যে ভিসা নীতির প্রয়োগ করে, তাতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি সত্যিই লজ্জাজনক। আমরা কোনোভাবেই ওই সব দেশের কাতারে পড়ি কি না, সেটা ভাবার বিষয়।

সাময়িকী

সেনাপ্রধানের সঙ্গে জেলেনস্কির বিরোধ, ইউক্রেন যুদ্ধ কোন দিকে গড়াচ্ছে?

স্টিফেন ব্রায়েন
কলামিস্ট

ভলোদিমির জেলেনস্কি যত দিন পর্যন্ত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট থাকবেন, তত দিন পর্যন্ত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করা মানে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

জেলেনস্কিকে তাঁর দেশে যাঁরা সমর্থন দেন, তাঁদের কারণেই তিনি অনড় অবস্থান নিয়েছেন। তাঁরা কট্টর জাতীয়তাবাদী এবং রাশিয়াকে কোনো ধরনের ছাড় দিতে রাজি নন। একেবারে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে যেতে চান তাঁরা।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যদি কোনো ধরনের আপস রফা অসম্ভব হয়, তাহলে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অবসানের আর কি কোনো পথ খোলা আছে? বাস্তবতাগুলো খুব কঠিন। প্রথমত, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে পারবে না ইউক্রেন। রাশিয়াকে নিজেদের ভূখণ্ড থেকে বের করে দেওয়ার মতো সৈন্যবল ও অস্ত্রবল দুটির কোনোটাই নেই তাদের। চার মাস ধরে ইউক্রেন যে পাল্টা আক্রমণ অভিযান চালাচ্ছে, তাতে প্রায় কোনো ইতিবাচক ফল আসেনি বরং অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া যান খোয়া যাওয়ার পাশাপাশি প্রায় ২০ হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছেন।

এখন আরেকটি খবর জানা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে আসা চাপে ইউক্রেন খুব শিগগিরই আরেকটি পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছে। নিপার নদী পার হয়ে খেরসন অঞ্চলে এই অভিযান পরিচালিত হবে। ইউক্রেনীয়রা আশা করছেন, এর মধ্য দিয়ে রাশিয়ার মূল ভূমি থেকে ক্রিমিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হবে। এই পাল্টা আক্রমণ থেকে জাপোরিঝঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেও হামলা চালানো হতে পারে। তারা পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটাতে চায়। যাতে রাশিয়ানদের ঘাড়ে দায় চাপানো যায়। কিন্তু খুব শিগগিরই নতুন এই আক্রমণ অভিযান শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা, মৌসুমি বৃষ্টি ও ঠান্ডা আবহাওয়া খুব শিগগিরই ইউক্রেনে জেঁকে বসবে। কিন্তু রাশিয়ান পদাতিক বাহিনীর গোলাবর্ষণ এড়িয়ে ইউক্রেনীয় বাহিনী পথ তৈরি করে নিতে পারবে, এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই কৌশল নেওয়া হতে পারে। তবে ইউক্রেনের সরকার ও সেনা নেতৃত্বের মধ্যকার এই দূরত্ব মূল প্রশ্ন নয়। মূল প্রশ্নটি হলো, রাশিয়া ও ন্যাটো কি শুধু ইউক্রেন নয়, পুরো ইউরোপের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি চুক্তি করতে পারবে কি না। পুতিনসহ রাশিয়ান নেতারা বিশ্বাস করেন, ন্যাটো সম্প্রসারণ হলে সেটা রাশিয়াকে হুমকির মুখে ফেলবে।

যুদ্ধে রাশিয়ার বিমানবাহিনী আধিপত্য ধরে রাখতে সক্ষম হবে। যদিও পোল্যান্ডের কাছে যুক্তরাজ্য ইউরোফাইটার টাইফুন যুদ্ধবিমান হস্তান্তর করতে চলেছে। পোল্যান্ডের কাছ থেকে টাইফুন যুদ্ধবিমান ইউক্রেনের কাছে যেতে পারে। কেননা, প্রতিশ্রুত এফ ১৬এস যুদ্ধবিমান ইউক্রেনে পৌঁছাতে দেরি হবে। একটা বাস্তবতা হলো, ইউক্রেনের পাইলটদের টাইফুন বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ নেই। এ ধরনের বিমান যুক্তরাজ্যের পাইলটদের চালাতে হবে এবং ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে ইউক্রেনের বাইরে। টাইফুন যুদ্ধবিমানের এই গল্প যুক্তরাজ্যের নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রান্ট শাপস ইউক্রেনে ব্রিটিশ সেনা পাঠানোর যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর নৌশক্তি মোতায়েনের কথাও বলেন। কিন্তু ২ অক্টোবর শাপস সেই অবস্থান থেকে সরে এসে বলেন, ইউক্রেনীয় শস্য রপ্তানিকারকদের সুরক্ষা দিতে কৃষ্ণসাগরে নৌযান পাঠাবে না যুক্তরাজ্য। ইউক্রেনে যদি যুক্তরাজ্য তাদের সেনা পাঠায়, সেটা স্পষ্টত রাশিয়া প্ররোচনামূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখবে। এর মানে হচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধ ইউরোপে বিস্তার লাভ করবে।

এরই মধ্যে ওয়াশিংটনেও হাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রতিরক্ষা পণ্য পাঠানোর প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া ১ অক্টোবর পৃথক পাঁচটি হামলা চালায়। তারা ইউক্রেনের সামরিক মজুত, সামরিক সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের স্থান এবং অস্ত্র উৎপাদন কারখানা ধ্বংস করে। ইউক্রেনকে দেওয়া সহায়তার ব্যাপারে ওয়াশিংটনের অসন্তোষ বাড়ছেই।

জানা অজানা

ম্যারাথনে বিশ্বরেকর্ড কেলভিন কিপটামের

ম্যারাথনে নতুন বিশ্বরেকর্ড করলেন কেনিয়ার কেলভিন কিপটাম। শিকাগোতে এই বিশ্বরেকর্ড করেছেন তিনি।

আগের রেকর্ডও কেনিয়ার কাছেই ছিল। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এলিউড কিপচোগের দখলে ছিল এই রেকর্ড। শিকাগোতে দুই ঘণ্টা ৩৫ সেকেন্ডে ম্যারাথন শেষ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড করলেন কেলভিন।

কেলভিন জানিয়েছেন, তিনি রেকর্ডের কথা মাথায় রেখে দৌড় শুরু করেননি। পরের দিকে তিনি বুঝতে পারেন, গতি বাড়াতে পারলে তিনি রেকর্ডের কাছে থাকবেন।

তিনি জানিয়েছেন, ''আমি খুব খুশি। এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ম্যারাথনে বিশ্বরেকর্ডের কথা ভেবে দৌড় শুরু করিনি।''

শেষপর্বে কেলভিন গতি বাড়ান। তার ফলে তার পক্ষে বিশ্বরেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে।

পাঠকের চিঠি

আফগানিস্তানের ভুমিকম্পের নিরীখে গণতন্ত্রের আবশ্যকতা

ভুমিকম্পে ধ্বংসস্তুপে পরিনত হওয়া আফগানিস্তানের হেরাট প্রদেশের পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠছে যার অন্য কারন দেশটিতে বর্তমানে জনগনের দাড়া নির্বচিত দায়িত্বশীল সরকার অনুপস্থিত। ২০২১ সালে তালিবানের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে যে প্রতিক্রিয়া শীল, নারীবিদ্বেষী প্রশাসনের পথ চলা শুরু হয়েছিলো তার অন্যতম ফলাফল লক্ষলক্ষ মানুষের কর্মহীন হয়ে যাওয়া ! বর্তমানে চারকোটি জনসংখ্যার দেশটির অর্ধেক সংখ্যক জনতা দারিদ্রতা এবং ক্ষুধার শিকার। ইউনাইটেড নেশনের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের তথ্য অনুসারে প্রায় ৩০ লক্ষ আফগানীর জীবনে উপবাস একটি দৈনন্দিন অভ্যসে পরিনত হয়েছে। তালিবান শাসনের দুবছরে দেশটিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অজস্র ঘটনা ঘটেছে। বিশেষতঃ নারীদের ওপর তালিবান প্রশাসনের অমানবিক নজরদারী গোটা বিশ্বে থেকে আসে নানা প্রকার আর্থসামাজিক সহায়তার রাস্তাও রুদ্ধ করেছে। আর কিছু দিনের মধ্যে আফগানিস্তানের উপত্যকায় প্রবল শীতের প্রকোপ শুরু হয়ে যাবে এবং হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ বাধ্য হবেন তাদের সামান্য সঞ্চয় কে খাদ্য এবং জ্বালানীর জন্য খরচ করতে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে কিন্তু গোটা প্রদেশ জুড়ে খাদ্য, ওষুধ, তাঁবুর যে পরিমান চাহিদা রয়েছে তার তুলনায় যৎসামান্যই। আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী শতাধিক পরিবারের জন্য মাত্র ২০-২৫ টি করে তাঁবু দেওয়া সম্ভব হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এখনো খোলা আকাশের নিচে খাদ্য , চিকিৎসা ওষুধ এবং জল ছাড়াই থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। হেরাট প্রদেশের অধিকাংশ গ্রামের ঘর বাড়ি মাটির, পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য রাস্তার অপ্রতুলতাও রয়েছে। ফলতঃ ভুমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানেই বোঝা যাচ্ছে একটি গনতান্ত্রিক সরকার এবং একটি চরমপন্থী অগণতান্ত্রিক সরকারের মুল পার্থক্য। গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের অন্যতম লক্ষ হয়ে থাকে দারিদ্র্যতা দূরীকরণ, খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণ, উন্নত পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করা এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকলের কল্যানসাধন। গনতান্ত্রিক দেশের সকল দপ্তর গুলি দুর্যোগের সময় যতটা সমন্বয়ে মাধ্যমে উদ্ধারকাজ চালায় তার কিয়দংশ করতে তালিবান সরকার ব্যর্থ।এমতাবস্থায় ইউনাইটেড নেশনের তত্বাবধানে নির্বাচন করিয়ে একটি গনতান্ত্রিক সরকারের হাতে দেশের প্রশাসনের দায়িত্ব সমর্পণ একান্ত প্রয়োজন। নাহলে এই জাতীয় দুর্যোগের সময়েও সাধারন মানুষ ন্যুনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

অর্ক গোস্বামী
২৯, বীর রামমোহন ব্যানার্জী রোড
ইসমাইল, আসানসোল

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আজ ইন্দিরা একাদশী ঃ ভগবান বিষ্ণুর রূপ শালিগ্রামের পুজো, পালনে পূর্বপুরুষের আত্মার মোক্ষলাভ

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের বা পিতৃপক্ষে পবিত্র একাদশীকে বলা হয় ইন্দিরা একাদশী।

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এই একাদশীর উপবাসে পূর্বপুরুষদের আত্মা মোক্ষ লাভ করে।

এই দিন ভগবান বিষ্ণুর রূপ শালিগ্রামের পুজো হয়।

একাদশী তিথি শুরু হয়েছে ঃ গতকাল ৯ অক্টোবর দুপুর ১২টা ৩৬ মিনিটে

একাদশী তিথি সমাপ্ত ঃ আজ ১০ অক্টোবর দুপুর ৩টে ৮ মিনিটে

পারণের সময় ঃ আগামীকাল ১১ অক্টোবর সকাল ৬টা ১৯ মিনিট থেকে ৮টা ৩৮ মিনিটের মধ্যে

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ আজ ২২শে আশ্বিন ১৪৩০ (ইং. ১০ অক্টোবর ২০২৩) ইন্দিরা একাদশী। হিন্দু ধর্মে একদাশী তিথির বিশেষ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে। সারা বছরে মোট ২৪টি একাদশীর প্রত্যেকটির নিজস্ব মাহাত্ম্য রয়েছে। এক একটি মনস্কামনা পূরণের জন্য এক একটি একাদশী পালিত হয়। পিতৃপক্ষে যে একাদশী পালিত হয় তা হল ইন্দিরা একাদশী। পিতৃপক্ষে এই একাদশী পালন করলে মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এইদিন পূজার্চনা,উপবাস পালন, একাদশীর শ্রাদ্ধ ও শ্রী হরির পুজো করলে পূর্বপুরুষরা মুক্তি লাভ করেন এবং তাঁদের আত্মা শান্তি পায়।

উদয়া তিথি অনুযায়ী ১০ অক্টোবর মঙ্গলবার ইন্দিরা একাদশী ব্রত ও উপবাস করা হবে।

ইন্দিরা একাদশীর মুহূর্ত ঃ আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ একাদশী তিথি শুরু ৯ অক্টোবর ২০২৩, দুপুর ১২ টা ৩৬ মিনিটে, আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ একাদশী তিথি শেষ হবে ‐ ১০ অক্টোবর ২০২৩, দুপুর ৩ টে ০৮ মিনিটে।

ইন্দিরা একাদশীর পুজোর সময় ‐ ১০ অক্টোবর ২০২৩ সকাল ৯ টা ১৩ মিনিট থেকে দুপুর ১২ টা ০৮ মিনিট পর্যন্ত। ইন্দিরা একাদশীর উপবাস ভাঙার সময় ‐ ১১ অক্টোবর ২০২৩ সকাল ০৬ টা ১৯ মিনিট থেকে সকাল ৮ টা ৩৯ মিনিট পর্যন্ত।

ইন্দিরা একাদশীর কথা ঃ

সত্যযুগে ইন্দ্রসেন নামে এক প্রতাপশালী রাজা মহিষমতি নামে একটি নগরে রাজত্ব করতেন। তিনি পুত্র, পৌত্র, ধনসম্পদ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। তার শত্রুরা সবসময় তাকে ভয় পেত। একদিন নারদ মুনি তাঁর মৃত পিতার বার্তা নিয়ে রাজা ইন্দ্রসেনের সাক্ষাতে পৌঁছলেন। নারদ মুনি জানান যে, কিছুদিন আগে তিনি যখন যমলোকে গিয়েছিলেন, তখন তিনি রাজার পিতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাজার পিতা জানান, জীবদ্দশায় একাদশীর উপবাস ভঙ্গের কারণে তিনি এখনো মোক্ষ লাভ করতে পারেননি। তিনি এখনও যমলোকে আছেন।

পিতার অবস্থা শুনে রাজা ইন্দ্রসেন খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি নারদ মুনির কাছ থেকে পিতাকে মুক্তির সমাধান জেনে ছিলেন। নারদ মুনি রাজাকে বলেছিলেন যে তিনি যদি আশ্বিন মাসের ইন্দিরা একাদশীর উপবাস করেন তবে তাঁর পিতা সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে যাবেন, স্বর্গ লাভ করবে। রাজা ইন্দ্রসেন নারদ মুনির বলা পদ্ধতি অনুসারে ইন্দিরা একাদশীর উপবাস পালনের জন্য প্রস্তুত হন। রাজা ইন্দ্রসেন উপবাসের সংকল্প নেন এবং ইন্দিরা একাদশীতে ভগবান বিষ্ণুর পুজো করেন, পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ করেন, ব্রাহ্মণদের খাদ্য দান করেন। যার ফলশ্রুতিতে রাজার পিতা স্বর্গ লাভ করেন এবং ইন্দ্রসেনও মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ করেন।

ইন্দিরা একাদশীর উপবাসে করণীয় ঃ

সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘর পরিষ্কার করে স্নান করে ব্রত রাখার অঙ্গীকার করুন। তারপর বাড়িতে পুজো করুন এবং যথাযথ আচার অনুষ্ঠান সহ নদীতে পূর্বপুরুষদের তর্পণ নিবেদন করুন। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পরে, ব্রাহ্মণদের ভোজের আয়োজন করা উচিত এবং পরে নিজেদের খাবার গ্রহণ করা উচিত।দশমীতে সূর্যাস্তের পর খাওয়া উচিত নয়। একাদশীর উপবাসের দিন গরু, কাক ও কুকুরকে খাবার দিন।দ্বাদশীতে পুজোর পর দান করুন।

এই একাদশী তিথিতে পূর্বপুরুষদের মুক্তি কামনা করে দেবতাদের সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে গীতা পাঠ বা শ্রবণ করুন।

সম্পূর্ণ গীতা পাঠ সম্ভব না হলে অন্তত সপ্তম অধ্যায় অবশ্যই পাঠ করবেন বা শুনবেন।ঈশ্বরের কাছে পূর্বপুরুষদের মুক্তি কামনা করুন।

সন্ধ্যাবেলা তুলসীর সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান। তার পর পূর্বপুরুষদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন।একাদশী ব্রত করার পর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্ন, ফল, অর্থ কোনও ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত।

ইন্দিরা একাদশীর মন্ত্র ঃ

ওম ভূরিদা ভূরি দেহিনো, মা দভ্রং ভূর্যা ভর। ভূর ঘেদিন্দ্র দিৎসসি। ওম ভূরিদা ত্যসি শ্রুতঃ পুরুত্রা শূর বৃত্রহন্। আ নো ভজস্ব রাধসি।

শান্তাকারং ভূজঙ্গশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং, বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম। লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নম যোগিভির্ধ্যানগম্যম্, বন্দে বিষ্ণু ভবভয়বরং সর্বলোকৈকনাথম্।।

ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

ওম নমো নারায়ণ। শ্রী মন নারায়ণ নারায়ণ হরি হরি।

ওম নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াত

ইন্দিরা একাদশীর ব্রত মাহাত্ম্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন হে মধুসূদন! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম তা কৃপা করে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে রাজন! আশ্বিন মাসের একাদশী ‘ইন্দিরা’ নামে পরিচিত। এই ব্রত প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। এমনকি কর্মবিপাকে যারা নিম্নযোনি লঅভ করেছেন, সেই পূর্বপুরুষদেরও উত্তম গতি লাভ হয়। এই একাদশীর মহাত্ম্য শোনামাত্রই সামবেদীর যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে রাজন! মাহিস্মতি নগরে ইন্দ্রসেন নামে একা প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ধর্মবিধি অনুসারে রাজ্য পালনে তিনি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তার বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল। পুত্রপৌত্রাদিসহ তিনি সুখে রাজ্য পরিচালনা করতেন। বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ সেই রাজা নিরন্তর শ্রীগোবিন্দ নামগানে মগ্ন থাকতেন।

একদিন রাজা সুখে রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গ থেকে সেখানে এলেন। তাঁকে দর্শন করে রাজা হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। দন্ডবৎ প্রণাম করে মুনিকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য আদি ষোড়শোপচারে পূজা নিবেদন করলেন। তারপর বললেন হে মুনিবর! আপনার দর্শনমাত্র আমার যাবতীয় যজ্ঞফল লাভ হয়েছে। এখন আপনার আগমনের কারণ জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। দেবর্ষি নারদ বললেন হে মহারাজ! অতি বিস্ময়কর এক কথা শ্রবণ করুন। আমি একসময় যমলোকে গিয়েছিলাম। সেখানে যমরাজের সভায় বহু পুণ্যকারী আপনার পিতাকে দেখলাম। ব্রতভঙ্গ পাপে তাকে সেখানে যেতে হয়েছে।

হে রাজন! আপনার পিতা যে সংবাদ প্রেরণ করেছেন, আমি এখন তা আপনাকে বলছি। তিনি বললেন ‘হে ঋষিবর! মাহিস্মতির ইন্দ্রসেন রাজা আমার পুত্র। তাকে বলবেন যে, আমি বহু পুণ্য অনুষ্ঠান করলেও কোন কারণবশত যমালয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি কৃপা করে তাকে সর্বপাপনাশক আন্দিরা একাদশী ব্রত পালন করতে বলবেন। সেই ব্রত প্রভাবে আমি নিস্পাপ হয়ে স্বর্গলোকে যেতে সমর্থ হব।’ এই কথা জানাবার জন্যই আমার আগমন। হে রাজন! আপনার পিতার মঙ্গলবিধানে আপনি যথাবিধি আন্দিরা ব্রত পালন করুন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন হে দেবর্ষি! সেই ইন্দিরা ব্রতের বিধি কি, কোন তিথি বা কোন পক্ষে এই একাদশী ব্রত করা কর্তব্য, তা কৃপা করে আমাকে বলুন।

দেবর্ষি উত্তর দিলেন হে মহারাজ! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে দশমীর দিন শ্রদ্ধাসহকারে প্রাতঃস্নান করবেন, মধ্যাহ্নে ভক্তিভাবাপন্ন হয়ে পুনরায় স্নান করবেন এবং রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করবেন। পরদিন একাদশীতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে নিরাহারে থাকবেন। ব্রতের নিয়মাবলী দৃঢ়ভাবে পালন করবেন। ‘হে পুন্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! এ শরণাগতের প্রতি কৃপা করুন’। এভাবে শ্রদ্ধা সহকারে শালগ্রাম পূজা করে পিতার উদ্দেশ্যে ব্রতের ফল অর্পণ করবেন। দ্বাদশীর দিন সকালে ভক্তিভরে শ্রীগোবিন্দের পূজা করে ব্রহ্মণ ভোজন করিয়ে অবশেষে নিজে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবেন।

হে রাজন! বিধি অনুসারে শ্রীহরি এবং ভক্তদের অর্চন করলে আপনার পিতৃবর্গ মুক্তিলাভ করে শীঘ্রই বৈকুণ্ঠে গমন করবেন। রাজাকে এই উপদেশ দিয়ে দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করলেন। রাজা ইন্দ্রসেন মুনিবরের উপদেশ অনুসারে পুত্রপরিজনসহ ভক্তিসহকারে এই ইন্দিরা ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। তখন দেবলোক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং তার পিতাও বিষ্ণুলোকে গমন করলেন। তারপর রাজা ইন্দ্রসেন নিজপুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে নিজেও বিষ্ণলোকে ফিরে গেলেন। এইি ইন্দিরা একাশীর মহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে মানুষ সকল পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে ফিরে গেলেন। এই ইন্দিরা একাদশীর মাহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে মানুষ সকল পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

নিউমাল জংশন স্টেশনে দুটি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ রেল ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য ০৮ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্তট্রেন নং.১৯৩০৬(কামাখ্যাড. আম্বেদকর নগর)এক্সপ্রেসের নিউ মাল জংশন স্টেশনে দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও,০৬ অক্টোবর,২০২৩ তারিখে আনন্দ বিহার থেকে রওনা দেওয়াএবং ০৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখেনিউ মাল জংশনেপৌঁছানো ট্রেন নং. ১৫৬২২ (আনন্দ বিহারকামাখ্যা) এক্সপ্রেসস্টপেজ প্রদানেরফলে এই স্টেশনে প্রথম বারের জন্য থামে।

১২ অক্টোবর,২০২৩ তারিখে থেকে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৯৩০৫(ড. আম্বেদকর নগরকামাখ্যা) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৫৬২১(কামাখ্যাআনন্দ বিহার) এক্সপ্রেসও নিউ মাল জংশনে স্টপেজ দিবে। ০৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের নিউ মাল জংশন স্টেশনে নতুন স্টপেজের সাথে ট্রেন নং. ১৯৩০৬ (কামাখ্যাড. আম্বেদকর) এক্সপ্রেস ও ট্রেন নং. ১৫৬২২(আনন্দ বিহারকামাখ্যা) এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করেন মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) ড. জয়ন্তকুমার রায়। এই কর্মসূচিতে ডিভিশনের সিনিয়র রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেন নং. ১৯৩০৬ (কামাখ্যা ড. আম্বেদকরনগর) এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউমাল জংশন স্টেশনে ১২.১৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং রওনাদিবে ১২.১৭ঘণ্টায়। ফেরতযাত্রার সময়ট্রেন নং.১৯৩০৫(ড. আম্বেদকরনগর কামাখ্যা) এক্সপ্রেসট্রেন টিনিউমাল জংশন স্টেশনে ০৪.৪২ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ০৪.৪৪ঘণ্টায় রওনাদিবে। ট্রেন নং.১৫৬২২ (আনন্দবিহারকামাখ্যা) এক্সপ্রেসট্রেনটি নিউমাল জংশন স্টেশনে ০৭.১০ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং রওনাদিবে ০৭.১২ঘণ্টায়। ফেরতযাত্রার সময়ট্রেন নং.১৫৬২১ (কামাখ্যা আনন্দবিহার) এক্সপ্রেসট্রেনটি নিউমাল জংশন স্টেশনে১১.৫৫ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং রওনা দিবে১১.৫৭ঘণ্টায়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে যাত্রা করার জন্য এই ট্রেনগুলির নতুন স্টপেজ বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজওসময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসিওয়েব সাইট ও এনটিইএসএর মাধ্যমে পাওয়া যাবেএবং বিভিন্ন খবরের কাগজও উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করাহয়েছে। যাত্রার করার পূর্বেবিশদ বিবরণগুলিদেখে নেওয়ার জন্যযাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মাতাজী আশ্রম বাংলা শেখানোর অভিযান চালাচ্ছে গ্রামে গ্রামে ঃ সুনীল কুমার দে

পটকা ঃ পড়া ভালকি গ্রামে বাংলা শেখানোর স্কুল খোলা হলো, বিগত আঠ ই অক্টোবর পটকার পড়া ভালকি গ্রামে মাতাজী আশ্রমের প্রেরণায় ও সহযোগিতায় বাংলা শেখানোর স্কুল শুরু করা হলো।স্কুল খোলার উদ্যোগ নিলেন পড়া ভালকির সার্বজনীন হরি মন্দির কমিটি।সর্ব প্রথম পণ্ডিত শুধাংশু শেখর মিশ্র সরস্বতী মায়ের প্রতি কৃতি তে মাল্য দান করে ও ধুপ দীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করলেন।কমল কান্তি ঘোষ সারদা মায়ের গান গাইলেন।মুকুল মণ্ডল সকল অতিথি ও শিক্ষর্থীদের স্বাগত জানালেন।এই অবসরে সুনীল কুমার দে বললেন,,আমাদের মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে বাংলা ভাষী ছেলে মেয়েদের কে বাংলা শেখানোর জন্য তীব্র গতিতে অভিযান চালানো হচ্ছে।এই জন্য গ্রামে গ্রামে বাংলা শেখানোর স্কুল খোলা হচ্ছে।বর্তমান পোটকা অঞ্চলে মাতাজী আশ্রম হাতা,কালিকাপুর,খয়ের পাল,বড় ভূমরি, রসুন চোপা,রাখা,কোয়ালী আদি জায়গায় বাংলা স্কুল চলছে।ছেলেমেয়েদের কে এই সুযোগের ফায়দা নেওয়া উচিত। তারপর উপস্থিত ২৭ জন ছেলেমেয়েদের কে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে বর্ণ পরিচয় ও মৃনাল পালের পক্ষ থেকে খাতা ও কলম দেওয়া হলো।সুনীল কুমার দে প্রথম বাংলা ক্লাশ নিলেন।প্রতি রবিবার মুকুল মন্ডল,জয়দেব মণ্ডল,রাসবিহারী মণ্ডল,সেবিকা মণ্ডল,দীপেন মণ্ডল বাংলা শিখাবেন।এই শিক্ষা নিশুলক হবে।সবশেষে মৃনাল পাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।এই উপলক্ষে সত্যনাথ মণ্ডল,প্রভাত মণ্ডল,নীলকান্ত মণ্ডল,সম্ভুনাথ মণ্ডল,ইন্দু ভূষণ মণ্ডল ছাড়াও মমিতা মণ্ডল,দিশা মণ্ডল,শিলা মণ্ডল,রেশমি মণ্ডল,মিষ্টি মণ্ডল,সরস্বতী মণ্ডল,যশোদা মণ্ডল,প্রতিভা মণ্ডল,মনীষা কর্মকার,শোভা মণ্ডল,পিউ মণ্ডল,পিঙ্কি মণ্ডল,রাজ মণ্ডল,বিশ্বরূপ মণ্ডল,মঙ্গল মণ্ডল,শিবম মণ্ডল,সুন্দরম মণ্ডল,প্রীতম মণ্ডল,অভিজিৎ মণ্ডল,বিউটি মণ্ডল,সঙ্কিত মণ্ডল,রাখি মণ্ডল,পুলমা মণ্ডল,বিল্টু মণ্ডল,ব্রহ্মা মণ্ডল,ব্রহ্ম মণ্ডল,ছোটন মণ্ডল,বর্ষা মণ্ডল আদি ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের নতুন কমিটি গঠন, অমিত ভদ্র আগামী ছয় মাসের জন্য আহ্বায়ক হচ্ছেন

শিলিগুড়ি ঃদার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্ত সেলের পুরোনো কমিটি ভেঙে দিয়ে গঠন করা হল নতুন কমিটি এবং কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হল অমিত ভদ্র এবং সনজিৎ মজুমদারকে।সামনেই ২৪ এর লোকসভা নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্ত করতে মাঠে নেমেছে তৃণমূলের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল।সেই লক্ষে আজ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে একটি রাজ্য কমিটির প্রতিনিধি সভার আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য কমিটি সদস্যদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার সভাপতি এবং চেয়ারম্যানদের নিয়ে আজকের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের সভাপতি তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার। রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার জানান, আজ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কিছু রদবদল করা হয়। দার্জিলিং সহ বিভিন্ন জেলার পুরোনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এরই সঙ্গে ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্ত করতে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করা হয়। আজ থেকে আগামী ছয় মাসের জন্য দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের কনভেনর হিসেবে অমিত ভদ্র এবং সনজিৎ মজুমদারের নাম ঘোষণা করেন রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার।

কেরলে নির্মীয়মান বহুতলের থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হয় মালদহের শ্রমিকের

মালদা ঃ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল মালদহের রতুয়া ২ ব্লকের মহারাজপুর এলাকার এক শ্রমিকের।কেরলে নির্মীয়মান বহুতলের থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হয় শ্রমিকের। মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছতে কান্নায় ভেঙেছে পরিবার। এখন দেহ ফিরে আসার অপেক্ষায় পরিবারবর্গ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মহারাজপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর ২২ এর যুবক মিজানুল ইসলাম। প্রায় মাসখানেক আগে কেরলে গিয়েছিলেন বহুতলের নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে। প্রায় বছরখানেক আগে বিবাহ করেছিল এই যুবক।পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করতে পাড়ি দিয়েছিল ভিন রাজ্যে। কিন্তু গত ২২ তারিখ নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে যায় এই যুবক।পরে পরিবারের কাছে খবর আসে তার মৃত্যুর। তারপর থেকে ভেঙে পড়েছে পরিবার। দেহ ফিরে আসবে সেই অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছেন পরিবারের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, গত মাসে মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনার সামনে আসে।মৃত মালদার ২৩ জন শ্রমিকের মধ্যে ১৬ জনই এই রতুয়া ২ ব্লক এলাকার ছিল। এবার আবারও রতুয়া ২ ব্লক এলাকার একজন শ্রমিকের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা। মৃত পরিবারের সাথে দেখা করতে আসেন মালতীপুরে বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্স ও জেলা পরিষদের মেম্বার মাসিদুর রহমান এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক।

বৃষ্টির জেরে মালদা শহরের অনেক মৃৎশিল্পীর প্রতিমা তৈরীর কারখানায় জলে

মালদা ঃ গত ৪৮ ঘণ্টায় একটানা বৃষ্টির জেরে মালদা শহরের অনেক মৃৎশিল্পীর প্রতিমা তৈরির কারখানায় জলবন্দী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমনকি বেশ কিছু কারখানায় বৃষ্টির জমা জলের কারণে দেবী মূর্তি তৈরিতে সমস্যায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। দুর্গাপুজোর এক মাসেরও কম সময় বাকি। এই পরিস্থিতিতে এখন দুশ্চিন্তার ভাঁজ তৈরি হয়েছে মালদা শহরের অনেক মৃৎশিল্পীদের মধ্যে। মূলত পুরাতন মালদা পুরসভার পালপাড়া এলাকায় কয়েকজন মৃৎশিল্পীদের কারখানা জল ঢুকে যাওয়ায় কয়েকটি দেবী মূর্তির মাটির খানিকটা অংশ পর্যন্ত গলে গিয়েছে। এই অবস্থায় মৃৎশিল্পীরা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁদের বক্তব্য, এক মাসেরও কম সময় বাকি দুর্গাপুজোর। যেভাবে বৃষ্টি দুইদিন হলো, তাতে এখন প্রতিমা তৈরি করতে গিয়েই চরম সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার ওপর মেঘলা আবহাওয়া কারণে প্রতিমাগুলি শুকাচ্ছে না । এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে দুর্গা প্রতিমা তৈরি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মালদার কুমোরটুলির অনেক মৃৎশিল্পীরা। পুরাতন মালদা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া এলাকার এক মৃৎশিল্পী মিলন পাল জানিয়েছেন, গত দুই দিনের বৃষ্টির জেরে তাঁর কারখানায় জল ঢুকে বেশ কিছু প্রতিমা গলে গিয়েছে। তড়িঘড়ি অতিরিক্ত কাড়িগড় দিয়ে তরজোড় শুরু করেছেন তিনি। সময়ের মধ্যে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে না পারলে প্রচুর টাকা লোকসানের মুখে পড়তে হবে বলেও জানিয়েছেন ওই মৃৎশিল্পী মিলন পাল। উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় ৭০ জন মৃৎশিল্পী। অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা শনিবার এবং রবিবারের একটানা বৃষ্টির জেরে দুর্গা প্রতিমা বানাতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। মৃৎশিল্পীদের অনেকের বক্তব্য, তাঁদের কারখানাগুলি বেশিরভাগই টিনের তৈরি ছাউনি। যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে , তাতে ছাউনি দিয়ে জল পড়েছে এবং এলাকার রাস্তার জমা জল কারখানার মধ্যে ঢুকে ভেসে গিয়েছে। এই অবস্থায় প্রতিমা তৈরি করতে গিয়েও সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। মালদা শহরের বাঁশবাড়ি এলাকার মৃৎশিল্পী অষ্টম চৌধুরী জানিয়েছেন, এবারে তিনি পাঁচটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন। কিন্তু বৃষ্টির জেরে সেই দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে গিয়ে এখন সমস্যায় পড়েছেন। এই দুর্যোগের কারণে কাড়িগড় পাচ্ছেন না। তার ওপর এলাকার রাস্তায় জল জমে কারখানায় ঢুকে পড়েছে। মাটির তৈরির প্রতিমার নিচের অংশে জল জমে যাওয়ায় মাটি গলে গিয়েছে। আবার নতুন করে সেই প্রতিমার অংশগুলিতে মাটির প্রলেপ দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। এরকম আবহাওয়ার পরিস্থিতি চলতে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুর্গা প্রতিমা তৈরি কিভাবে করবেন তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীদের অনেকেই।

বৃষ্টির জেরে উত্তর দিনাজপুরের নদী ফুলে, গ্রামে জল ঢুকে বন্যার মতো পরিস্থিতি

উত্তর দিনাজপুর ঃ টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের সাহাপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচরা গ্রাম। সিরিয়ানি নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে গোটা গ্রাম। এতে চরম সমস্যায় পড়েছে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়েছে গোটা গ্রাম। জলের তলায় ডুবেছে রাস্তা, জল ঢুকে পড়েছে ঘরবাড়িতে। খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে নানান সমস্যা পড়েছে গ্রামবাসীরা। বিষয়টি জানতে এলাকায় আসেন স্হানীয় নেতৃত্বরা। তবে সরকারি ভাবে তেমন কোনও সাহায্য এখনও পর্যন্ত কেউ পাইনি বলে অভিযোগ গ্রাম বাসিদের। অন্যদিকে এবিষয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ নুরুদ্দিন জানিয়েছেন, বর্ষার কারণে গ্রামের জল ঢুকে পড়েছে। আমরা নজরে রাখছি। বেশি সমস্যা হলে তাদের অন্য কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। তবে পঞ্চায়েতের তরফে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

ধর্মশালায় প্রথম দিনেই বড় পরীক্ষা

ধর্মশালা (উৎপল শুভ্র) ঃ রিসেপশনে দাঁড়িয়ে নাম বলতেই কাউন্টারের ওপারের চারজন এমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন যে একটু অবাকই হলাম। ঘটনা কী? ভাবসাব দেখে তো মনে হচ্ছে আমি কখন আসব, এ জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলেন হোটেলের সবাই।

কারণটা দ্রুতই বুঝতে পারলাম। চর্মচক্ষে দেখার আগে আমাকে যে রহস্যময় এক চরিত্র বলে মনে হচ্ছিল তাঁদের! কেউ এভাবে ক্রমাগত চেক ইনের তারিখ বদলাতে থাকলে এমন মনে হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ২ তারিখে যে বোর্ডারের আসার কথা, এক দিন-এক দিন করে তারিখ পেছাতে পেছাতে শেষ পর্যন্ত সে কিনা এল ৭ তারিখে! একটু অবাক তো হওয়ারই কথা। রুম বুঝিয়ে দেওয়ার সময় হোটেলের ম্যানেজার তা বললেনও, 'আমরা তো আপনাকে ফোন দিয়ে বুঝতে চাইছিলাম, ব্যাপারটা কী!'

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা হলো। যদিও মুখ দেখে মনে হলো না যে তিনি তা বিশ্বাস করেছেন। বিশ্বকাপ কাভার করতে আসা সাংবাদিকেরও ভিসা পেতে এত সময় লাগে নাকি! অনলাইনে অনেক গবেষণা করে এই হোটেলটা বুকিং দেওয়ার সময় চেক ইনের তারিখ ২ অক্টোবর দেওয়ার কারণটা এবার বলি। ক্রিকেটারদের যেমন কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার থাকে, সাংবাদিকেরাও এর ব্যতিক্রম নন। নিজের কথা যদি বলি, বড় ট্যুরের প্রথম এক-দুই দিন একটু দুলকি চালে চলে ধাতস্থ হয়ে নেওয়াটাকে খুব জরুরি বলেই মেনে এসেছি সব সময়। যে দু-একবার পারিনি, সেটির জের টানতে হয়েছে পুরো ট্যুরেই।

আর বড় ট্যুরের কথা যদি বলেন, ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের চেয়ে বড় ট্যুর আর হয় নাকি! মাস দেড়েকের কমে শেষই হয় না। এই শহর থেকে ওই শহরে দৌড়াদৌড়ি, তার মধ্যেও প্রতিদিন লেখা (এখন ভিডিওও) পাঠানো, ডেডলাইনের সঙ্গে নিত্য লড়াই-বিশ্বকাপ ক্রিকেট সাংবাদিকদেরও চরমতম পরীক্ষা। শুধু পেশাগত দক্ষতার নয়, শারীরিক সক্ষমতারও। তাই প্ল্যান ছিল, ২ অক্টোবর এসে একটা দিন একটু থিতু হয়ে ৪ তারিখ থেকে পুরোদমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

অথচ যা হলো, তেমন কিছু এত বছরের পেশাদার জীবনেই এই প্রথম। দেশে থাকতেই বিশ্বকাপ তো শুরু হয়ে গেছেই, বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ধরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বড় চ্যালেঞ্জ। সেই ম্যাচ ধর্মশালায় বলে চ্যালেঞ্জটা আরও বড়। সরাসরি ফ্লাইট নেই। সহজতম পথ ঢাকা টু দিল্লি, দিল্লি টু ধর্মশালা। সেভাবে আসতেই ঢাকার ঘর থেকে বেরোনোর সময় ধরে হিসাব করলে রাস্তায় (এবং আকাশে) ছিলাম ১৫ ঘণ্টার বেশি। দিল্লিতে ইমিগ্রেশন সেরে লাগেজ নেওয়ার পর ধর্মশালার ফ্লাইট ধরতে ৩ নম্বর টার্মিনাল থেকে শাটল বাসে ১ নম্বর টার্মিনাল। সেই দূরত্ব এমনই যে একবার মনে হলো, বাসেই আমাদের ধর্মশালা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না তো!

ধর্মশালায় ম্যাচ দেখতে আসছেন, বাংলাদেশের এমন অনেকের সঙ্গে ঢাকাতেই দেখা হয়েছিল। দিল্লি এয়ারপোর্টে সংখ্যাটা আরও বাড়ল। দিল্লি থেকে ধর্মশালার ফ্লাইটের অর্ধেকের বেশি যাত্রীই দেখা গেল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচের দর্শক। সময়টা তাই খারাপ কাটল না। কিন্তু শরীরকে যতই মহাশয় নাম দেওয়া হোক, সবকিছু তার সয় না। ধর্মশালা বিমানবন্দর থেকে হোটেলে কোনোমতে স্যুটকেসটা রেখেই মাঠে ছুটে আসতে হয়েছে। ম্যাচের দিন উপমহাদেশের স্টেডিয়ামে অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড নিয়ে ঢুকতে যথেষ্ট বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। আর এখানে তো অ্যাক্রেডিটেশন কার্ডও নেই। ধর্মশালার স্টেডিয়াম ঘেরা পাহাড়ি রাস্তায় একটু পরপর পুলিশকে বুঝিয়ে, অনুরোধ করে শেষ পর্যন্ত উদ্দিষ্ট গেটের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হলাম।

গেটে একজনের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড নিয়ে থাকার কথা। কিন্তু সেই পর্যন্ত পৌঁছার উপায় কী! মিডিয়া গেটে যেতে হয় ধর্মশালা সরকারি কলেজের মধ্য দিয়ে। কলেজের ছাত্রছাত্রী তো আছেই, খেলা দেখাতে নিয়ে আসা স্কুলের ছেলেমেয়েদেরও মাইলখানেক লম্বা লাইন। এগোতেই পারছি না। শেষ পর্যন্ত কীভাবে পেরেছি, সেই গল্প না হয় পরে বলি। ধর্মশালা কেমন লাগছে, সেটাও।

ধর্মশালার আউটফিল্ড নিয়ে কেন এত আলোচনা

ধরমশালা ঃ প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ দল, প্রথম ম্যাচের হার থেকে ঘুরে দাঁড়ানো কিংবা একাদশের ধরন নয়-আজ ধর্মশালায় ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলারের সংবাদ সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি আলোচিত প্রসঙ্গ ছিল মাঠের আউটফিল্ড। একই প্রসঙ্গ উঠেছে বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনা হেরাথের সংবাদ সম্মেলনেও। শুধু হেরাথ বা বাটলারের সংবাদ সম্মেলনে নয়, ধর্মশালার হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের (এইচপিসিএ) আউটফিল্ড নিয়ে আলোচনা চলছে গত তিন-চার দিন ধরেই। বিশেষভাবে শনিবারের বাংলাদেশ আফগানিস্তান ম্যাচ থেকে। সাকিব আল হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ থেকে শুরু করে জোনাথন ট্রট আর জনি বেয়ারস্টো হয়ে বাটলার, হেরাথ-সবারই মুখেই উচ্চারিত হয়েছে ধর্মশালার আউটফিল্ডের কথা। এরই মধ্যে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচের আউটফিল্ডকে 'গড়পড়তা' (অ্যাভারেজ) বলে অভিহিত করেছেন ম্যাচ অফিশিয়ালরা। আর দুই দিন এই মাঠে অনুশীলনের পর বাটলারের মনে হয়েছে 'পুওর' (বাজে)। বিশ্বকাপ মাঠে আলোচিত চরিত্র হয়ে ওঠা ধর্মশালার আউটফিল্ডে আসলে কী হয়েছে, আর সামনেই বা কী হতে পারে? বছরখানেক আগে এইচপিসিএ স্টেডিয়ামের ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নত করতে মাঠে সংস্কার করা হয়। দ্রুত জল সরানোর জন্য বাড়ানো হয় বালুর পরিমাণ, যেখানে ফিল্ডারদের মুভমেন্টের স্বাভাবিক করতে লাগানো হয় ঘাস। তবে ঘাসের ঘনত্ব পর্যাপ্ত পর্যায়ে না থাকায় এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির তৃতীয় টেস্ট এখান থেকে শেষ মুহূর্তে সরিয়ে নেওয়া হয়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই তখন ওই 'অঞ্চলের প্রতিকূল শীতকালীন কন্ডিশন'কে খেলা না চালানোর কারণ হিসেবে জানায়। এর পর এই মাঠে আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ না হলেও বিশ্বকাপের পাঁচটি ম্যাচের ভেন্যু করা হয় এটিকে। যার প্রথমটি ছিল শনিবারের বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ।

তাসকিনের অস্বস্তি, মুজিবের চোটের ঝুঁকি

ম্যাচে প্রথম বল হাতে নেন বাংলাদেশের তাসকিন আহমেদ। প্রথম ওভারেই বল নিয়ে দৌড়াতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়েন তিনি। টিভি স্ক্রিনেই দেখা যায়, তাসকিনের রানআপের সঙ্গে বালু উঠছে। সচরাচর প্রথম দিকের ওভারগুলো জোরের সঙ্গে করলেও তাসকিনের ওই ওভারে বলের গতি ছিল তুলনামূলক কম। খুব সম্ভবত ওই রানআপের অস্বস্তির কারণেই। তবে ম্যাচে আসল সমস্যার দেখা মেলে ফিল্ডিংয়ে। বিশেষ করে আউটফিল্ডে। বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের সময় আফগান ফিল্ডাররা বাউন্ডারি বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা করতে গেলে চোটের ঝুঁকিতে পড়েন তারা। আজমতউল্লাহ ওমরজাই এবং মুজিব উর রেহমানের পা, হাঁটু দেবে যায় মাটিতে। যা নিয়ে ম্যাচশেষে উষ্মা প্রকাশ করেন আফগানিস্তান কোচ জোনাথন ট্রট। মুজিব ভাগ্যগুণে গুরুতর চোট থেকে বেঁচে গেছে জানিয়ে ট্রট বলেন, ফিল্ডাররা দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন ডাইভ দেবেন কিনা। পরে জানা যায়, আউটফিল্ডের পরিস্থিতি নিয়ে ট্রট তাঁর নিজ দেশ ইংল্যান্ডকে সতর্ক করে দেন। সে দিন ম্যাচশেষে পুরস্কার বিতরণীতে বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব এবং আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে ম্যাচসেরা মিরাজকে আউটফিল্ড নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। সাকিব 'জিততে হলে এ ধরনের কন্ডিশনে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে' বলে মন্তব্য করেন। মিরাজের কথায়ও ছিল একই সুর, 'আউটফিল্ড কিছুটা ভারী ছিল। বল ঠিকঠাকমতো চলছিল না। তবে সব পরিস্থিতিতেই আপনাকে পারফর্ম করতে হবে।'

আইসিসির পরিদর্শন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচের পরদিন ধর্মশালায় পুরো মাঠ ঘুরে দেখেন আইসিসির স্বাধীন পিচ পরামর্শক অ্যান্ডি অ্যাটকিনসন ও বিশ্বকাপের হেড অব ইভেন্ট ক্রিস টেটলি। সরেজমিন পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ -ইংল্যান্ড ম্যাচের রেফারি জাভাগাল শ্রীনাথের সঙ্গে আলোচনার পর ম্যাচ চলতে সমস্যা নেই বলে মত দেন তাঁরা। এ ছাড়া শনিবার বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচের শেষে এবং রোববার বিকেলে বোলিং রানআপে জল ছিটানো হয়। রোববারই ইংল্যান্ডের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান জনি বেয়ারস্টো ধর্মশালার আউটফিল্ড নিয়ে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানান। ফিল্ডিংয়ে কুশলী হওয়ার প্রয়োজনও তুলে ধরেন বেয়ারস্টো, 'দেখা গেল দুজন হাঁটুর চোটে বা এ রকম কিছু নিয়ে মাঠের বাইরে চলে গেল। ডাইভিং দিতে গেলে কাঁধেও আঘাত পেতে পারে। মাটিতে কনুই আটকে যেতে পারে। কেউ একজন ছুটে যাওয়া বল থামাতে গেলে তাঁকে টেনে ধরা খুব কঠিন। বলের জন্য ছুটে যাওয়া একজন ফিল্ডারের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।' একইদিন বিবিসির খবরে বলা হয়, বাংলাদেশের বিপক্ষে বেন স্টোকসকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত হলে তাঁর পেছনে অন্যতম কারণ বাজে আউটফিল্ড।

বাটলারের চোখে 'বাজে'

আজ ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনেও আউটফিল্ড নিয়ে উদ্বেগ জানান ইংল্যান্ড অধিনায়ক বাটলার। ধর্মশালার আউটফিল্ডকে ডাইভ দেওয়ার জন্য আদর্শ নয় বলে মনে হয়েছে তাঁর, 'আমার মতে, এটা বাজে। এ জন্য আমরা কথা বলেছি। মাঠে ডাইভ দিতে সতর্ক থাকতে হবে, ফিল্ডিংয়ে বাড়তি নজর দিতে হবে। দলগত লড়াইয়ে আমরা সব সময়ই চাইব ডাইভ দিয়ে এক রান বাঁচাতে। কিন্তু এখানকার আউটফিল্ড ডাইভ দেওয়ার জন্য আদর্শ নয় মোটেও।' বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ হেরাথ মোটাদাগে এমন কিছু না বললেও তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারের কোনো টুর্নামেন্ট বা সিরিজের শুরুর দিকে এমন আউটফিল্ড দেখেননি বলে জানিয়েছেন। তবে বাটলার, হেরাথ দুজনই বলেছেন, আইসিসি খেলার জন্য ছাড়পত্র দেওয়ায় এই মাঠে তাদের মানিয়ে নিতে হবে।

খেলা বন্ধ কি সম্ভব?

আম্পায়াররা মাঠের কন্ডিশন 'বিপজ্জনক অথবা অযৌক্তিক' মনে করলে ম্যাচ রেফারির সঙ্গে আলোচনা করে ম্যাচ সাসপেন্ড বা পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে দুই দলের মধ্যে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে যাবে। বাংলাদেশ -ইংল্যান্ড ম্যাচে আম্পায়ারিং করবেন আহসান রাজা ও পল উইলসন। ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে জাভাগাল শ্রীনাথ।

ছলাকলার উইকেটেও বিরাট 'রেকর্ড' কোহলি

কলকাতা ঃ অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসেই বল উইকেটে পড়ার পর ধুলা উড়ছিল। ভারতের সামনে কী অপেক্ষা করছিল, সেটা বোঝা গিয়েছিল তখনই। ম্যাচ শেষেও উইকেট নিয়ে জল্পনাকল্পনা থামেনি। লোকেশ রাহুলের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য কতটা কঠিন ছিল?

অপরাজিত ৯৭ রানের ইনিংসে ভারতকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়া রাহুলের প্রতিক্রিয়া শুনলে মনে হবে 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গল'-এর বর্ণনা দিচ্ছেন, '(শিশির পড়ার পর) তখনো এটা অসম বাউন্সের উইকেট ছিল। ব্যাট করার জন্য ভালো ছিল না। আবার খুব যে কঠিন, সেটাও নয়। উইকেট ফ্ল্যাট ছিল না, কিন্তু বোলাররাও তেমন সাহায্য পায়নি...।'

রাহুল পরে অবশ্য বলেছেন, ক্রিকেট ম্যাচের জন্য ভালো উইকেট। সেটা সম্ভবত এমন উইকেট ব্যাটসম্যানের দক্ষতা ও সামর্থ্যের পরীক্ষা নেয় বোঝাতে বলেছেন। ভারতের স্পিনারদের ৬ উইকেট নেওয়া-বিশেষ করে রবীন্দ্র জাদেজার 'আনপ্লেয়েবল' বলে স্টিভেন স্মিথের আউটটি এবং পরে ভারতের ইনিংসে শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার পেসারদের টপাটপ ৩ উইকেট তুলে নেওয়া কী সাক্ষ্য দেয়? উইকেট আসলেই 'ছলনাময়ী' ছিল-টু পেসড!

ভারতের ইনিংসে প্রথম ১২ বলের মধ্যে পড়েছে ৩ উইকেট। ৪৯.৩ ওভার ফিল্ডিং করার পর লোকেশ রাহুল একটু বিশ্রাম নেওয়ারও সময় পাননি। দলকে উদ্ধার করতে ব্যাট হাতে নেমে আসতে হয়েছে উইকেটে। সেখানে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন তিনে নামা বিরাট কোহলিকে। সেই চাপের মুহূর্তে উইকেটের আচরণ রাহুলের তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলার কথা নয়। রাহুলের সেই চেষ্টা করার প্রয়োজনও ছিল না। অন্য প্রান্তে 'বিশেষজ্ঞ' তো ছিলেনই ! এমন উইকেটে কীভাবে ব্যাট করতে হবে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেই মিলেছে সমাধান, 'বিরাট বলেছে উইকেট থেকে প্রচুর সাহায্য মিলবে। আপাতত কিছুক্ষণ আমাদের টেস্ট ক্রিকেটের মতো ঠিকঠাক ক্রিকেটীয় শট খেলতে হবে তারপর কী হয়, দেখা যাবে।'

রাহুলের দাবি, 'এটাই ছিল মূল পরিকল্পনা এবং সেটা দলের জন্য কাজে লাগাতে পারে আমরা খুশি।'

কোহলির কথাই কিন্তু সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রাহুলই বলেছেন, শিশিরের কারণে ইনিংসের শেষ ১৫-২০ ওভারে ব্যাট করাটা সহজ হয়ে এসেছিল। অস্ট্রেলিয়া বল একবার পাল্টানোর পর আর অসুবিধা হয়নি। এমন দূরদর্শিতার জন্য কোহলির প্রশংসায় হার্শা ভোগলের টুইটটি টেনে আনা যায়, '(ম্যাচের) পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা এবং সে পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের খেলাকে মানিয়ে নেওয়ায় আধুনিক ক্রিকেটে বিরাট কোহলির সমকক্ষ কেউ নেই।'

নাহ, এই বেলা শচীন টেন্ডুলকারের সমর্থকেরা হয়তো একটু মন খারাপ করতে পারেন। টেন্ডুলকারও তো আধুনিক ক্রিকেটের কিংবদন্তি। ওয়ানডেতে টেন্ডুলকারের ৪৯ সেঞ্চুরির রেকর্ড টপকে যাওয়া থেকে কোহলি নাহয় আর মাত্র ৩ সেঞ্চুরি দূরে, তাই বলে 'সমকক্ষ কেউ নেই' রায় দিতে হবে! হ্যাঁ, ভোগলে হয়তো নির্দিষ্ট কিছু অনুমতির ভিত্তিতে কথাটা বলেছেন, তবু মনের মধ্যে খচখচানিটা কী যায়?

আসলে কিছু করারও নেই। পরিসংখ্যানই কিছু কিছু জায়গায় টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে রেখেছে কোহলিকে। অবশ্য দোষটা তো পরিসংখ্যানেরও নয়-পরিসংখ্যানের তো আর হাত-পা নেই যে টেন্ডুলকার অবসর নেওয়ার পর কোহলিকে ঠেলেঠুলে তাঁর চেয়ে এগিয়ে দেবে! 'দোষী' কেউ হয়ে থাকলে সেটা স্বয়ং কোহলি-ই! গতকাল যেমন ১১৬ বলে ৮৫ রানের ইনিংসে ভারতকে জেতানোর পথে টেন্ডুলকারকে পরিসংখ্যানের বিশেষ এক পাতায় পেছনে ফেলেছেন কোহলি-ওয়ানডেতে সফল রানতাড়ার সবচেয়ে বেশি রান এখন তাঁর। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নামার আগে ওয়ানডেতে সফল রানতাড়ায় ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে (৯২ ইনিংস) কোহলির রান ছিল ৫৪৩১। এই তালিকায় ১২৭ ম্যাচে (১২৪ ইনিংস) ৫৪৯০ রান নিয়ে শীর্ষে ছিলেন টেন্ডুলকার। ২৯তম ওভারে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের বলে স্কয়ার লেগে সিঙ্গেল নিয়ে কোহলির রান যখন ৬০-তখনই এই তালিকায় তাঁর পেছনে পড়লেন টেন্ডুলকার। তাহলে বলুন, 'দোষ'টা কার? পরিসংখ্যানের না কোহলির! ওয়ানডেতে সফল রানতাড়ায় কোহলির রানসংখ্যাই এখন সর্বোচ্চ-৯৮ ম্যাচে ৯২ ইনিংসে ৫৫১৭ রান।

এই তালিকায় অন্তত ৩ হাজার রান করেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ব্যাটিং গড়ে কোহলির (৮৮.৯৮) ধারেকাছেও কেউ নেই। কোহলি ছাড়া ব্যাটিং গড়ে ৬০-এর ওপরে আছেন শুধু ব্রায়ান লারা (৬৮.৫৮) ও রোহিত শর্মা (৬৩.২২)। অন্তত ২ হাজার রান করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ব্যাটিংগড়ে কোহলির ওপরে শুধু তাঁর সাবেক সতীর্থ মহেন্দ্র সিং ধোনি (১০২.৭১)। শুধু ম্যাচ জেতানোর পথে গড়েই নয়, অপরাজিত ইনিংসেও ধোনি (৪৭) কোহলির চেয়ে এগিয়ে (৩০)। তবে এর কারণও সহজেই অনুমেয়। ধোনি ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ সময় ৬-৭-এ ব্যাট করলেও কোহলি মূলত টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান।

আর রানতাড়ায় ব্যাটিং গড়ের শীর্ষ দশে সবাই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান-সেখানে অপরাজিত থাকার ইনিংসসংখ্যায় কোহলি জ্যাক ক্যালিসের সঙ্গে যৌথভাবে দ্বিতীয়। ৩১ ইনিংস অপরাজিত থেকে

শীর্ষে রিকি পন্টিং। তবে কোহলি একটি জায়গায় আপাতত বাকিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে! ওয়ানডেতে সফল রানতাড়ায় সবচেয়ে বেশি ২২ সেঞ্চুরি কোহলির। এই তালিকায় সেঞ্চুরিসংখ্যা দুই অঙ্কে নিতে পেরেছেন মাত্র তিনজন এবং সবাই ভারতীয়-বিরাট কোহলি (২২), শচীন টেন্ডুলকার (১৪) ও রোহিত শর্মা (১১)। মাঝের জন যেহেতু অবসরে, তাই কথাটা বললে মোটেও অত্যুক্তি হয় না-বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে সেঞ্চুরিসংখ্যায় 'দ্বিগুণ' এগিয়ে কোহলি।

কোহলি গতকালের ইনিংসটি খেলেছেন তিনে নেমে। ৩ নম্বর পজিশনে তাঁর পারফরম্যান্সটা একটু দেখে নেওয়া যাক-কোহলি গতকাল এশিয়ার প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডেতে তিনে নেমে ১১ হাজার রানের ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন! এই তালিকায় কোহলির আগে ছিলেন শুধু অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি পন্টিং (৩৩৫ ম্যাচে ৩৩০ ইনিংসে ১২৬৬২ রান)। কোহলি ২১৮ ম্যাচে ২১৫ ইনিংসে তুলেছেন ১১০৪৭ রান। পন্টিং-কোহলি দুজনেই তিনে নেমে ৩২ বার অপরাজিত থেকেছেন, সেঞ্চুরিসংখ্যায় অবশ্য পন্টিং (২৯) কোহলির (৪০) চেয়ে পিছিয়ে। ব্যাটিংগড়ে তো বটেই-পন্টিং ৪২.৪৮ আর কোহলি ৬০. ৩৬। ওহ্, আরেকটি কথা। ওয়ানডেতে তিনে নেমে দ্রুততম ১১ হাজার রানের রেকর্ডও এখন কোহলির-২১৮ ম্যাচ ও ২১৫ ইনিংস।

বিষয়টিকে আরেকটু ভেঙে নেওয়া যায়। যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনে নেমে সফল রানতাড়ায় কে কতটা সফল? এখানেও কোহলির প্রতিদ্বন্দ্বী নেই! ৭৫ ইনিংসে ৮৯.১৬ ব্যাটিং গড়ে ৪৪৫৮ রান কোহলির। স্ট্রাইক রেট ৯৭.৬৫ এবং সেঞ্চুরিসংখ্যা ১৭। তাঁর ধারেকাছে থাকা পন্টিং (৯২ ইনিংসে ৫৮.৩৬ ব্যাটিং গড়ে ৩৮৫২ রান) তো আগেই অবসর নিয়েছেন। সেঞ্চুরিতে পন্টিং (৮টি) শুধু একাই পিছিয়ে নন, কোহলি ছাড়া আর কোনো ব্যাটসম্যানই এই তালিকায় সেঞ্চুরিসংখ্যা দুই অঙ্কে নিতে পারেননি! বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে কোহলির ধারেকাছে আছেন শুধু বাবর আজম-২৯ ইনিংসে ৭৬.৪০ গড়ে ১৫২৮ রান। সেঞ্চুরি ৫টি। ধারেকাছে নয় আসলে, সৌজন্যতার খাতিরেই বলা!

কিন্তু পরিসংখ্যান তো সৌজন্যতা জানে না! হিসাবে সে স্পষ্ট ও নির্মোহ। স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে, গতকালের ইনিংসটি দিয়ে ভারতের হয়ে আইসিসির সাদা বলের টুর্নামেন্টে টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডও গড়েছেন কোহলি। ৬১ ম্যাচে ২৭১৯ রান করেছিলেন টেন্ডুলকার। নিজের ৬৭তম ম্যাচে এসে মোট ২৭৮৫ রানের রেকর্ডটি নিজের করে নিলেন কোহলি। শুধু কী তাই, ক্যাচের হিসাবেও বিশ্বকাপে ভারতের ক্রিকেটারদের মধ্যে কোহলির ওপরে কেউ নেই। গতকাল মিচেল মার্শের ক্যাচটি নেওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপে ভারতের আউটফিল্ড খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নেওয়ার (২৮ ম্যাচে ১৫ ক্যাচ) রেকর্ড গড়েছেন কোহলি। এর আগে ১৪ ক্যাচ নিয়ে রেকর্ড ছিল অনিল কুম্বলের। গতকাল দারুণ ফিল্ডিংয়ের জন্য টিম ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে পুরস্কারও পেয়েছেন কোহলি। আর বেচারা মিচেল মার্শ! কোহলি তাঁর ক্যাচ নিলেও পরে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কোহলি ১২ রানে ক্যাচ তুললে সেটি ফেলে দিয়েছেন!

১৯৮৭ বিশ্বকাপে চেন্নাইয়ের এই চিদাম্বরম স্টেডিয়ামেই বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ১ রানে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের সে ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন মিচেল মার্শের বাবা জিওফ মার্শ। ৩৬ বছর পর সেই একই মাঠে একই টুর্নামেন্টে এবং দলের প্রথম ম্যাচে মার্শ 'ডাক' মারার পাশাপাশি ছেড়েছেন এমন একজনের ক্যাচ, যাঁকে রানতাড়ায় 'ওস্তাদ' মানে বিশ্ব! কোহলি সেই ওস্তাদের মার তিনে নেমে ফের দেখিয়ে দেওয়ার পর মার্শকে ধন্যবাদ দিতেই পারেন। ক্যাচটা নিতে পারলে যে রেকর্ডবই (অন্তত এই ম্যাচে) এভাবে ওলটপালট হতো না!

অসলো শান্তি চুক্তির পর ফিলিস্তিন সংকট কীভাবে বর্তমান পর্যায়ে এলো

ইসরায়েল (ওয়েবডেস্ক)ঃ নরওয়ের রাজধানী অসলোতে ফিলিস্তিনি এবং ইসরায়েলিদের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে এবং ওই চুক্তির জন্য তখনকার পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন নোবেল শান্তি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। ওই চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে যে বোঝাপড়া হয়েছিলো তাহলো ফিলিস্তিনিরা স্বশাসনের আংশিক অধিকার পাবে এবং ইসরায়েল প্রথমে পশ্চিম তীরের জেরিকো এবং তারপর গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। এর পরিবর্তে, ইসরায়েলি রাষ্ট্রের বৈধতা স্বীকার করে নেবে পিএলও। কয়েক দশকের সংঘাতের শেষে এই সমঝোতাকে তখনকার প্রেক্ষাপটে বিরাট সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বাস্তবতা হলো ওই চুক্তির তিন দশক পরেও এখন 'যুদ্ধাবস্থা' বিরাজ করছে সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলের ভূখণ্ডের ভেতরে আকস্মিক কিন্তু ব্যাপক এক হামলার কারণে।

সবশেষ খবর অনুযায়ী সাতশোর বেশি ইসরায়েলি নিহত হয়েছে হামাসের হামলায় ও জিম্মি করা হয়েছে বেশ কিছু ইসরায়েলিকে। গাজার কাছে ইসরায়েলি ভূখণ্ডেই লড়াই চলছে দেশটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের।

ঘটনার পর থেকে গাজা উপত্যকায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর অবস্থান লক্ষ্য করে অব্যাহতভাবে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল।

কিন্তু প্রশ্ন হলো অসলো শান্তি চুক্তির পর থেকে গত তিন দশকে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংকট এ পর্যায়ে এলো কী করে?

অসলোতে শান্তি চুক্তি হলেও কয়েকটি বিষয়ে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল কখনো কোন সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি এবং এগুলোকে কেন্দ্র করেই বারবার সংঘাত সহিংসতা হয়েছে উভয় পক্ষের মধ্যে।

এগুলো হলো ঃ

১. ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের বিষয়ে কী হবে
২.পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি থাকবে কিনা
৩. জেরুসালেম উভয় পক্ষই শেয়ার করবে কিনা
৪. এবং সম্ভবত সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন হলো ইসরায়েলের সাথেই একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র তৈরি হবে কিনা

এখানে বলে রাখা ভালো যে ১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের সময় ইসরায়েল পূর্ব জেরুসালেম, পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা দখল করেছিলো।

এরপর বছরের পর বছর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। দখলকৃত এলাকা থেকে ইসরায়েলকে সরে আসার জন্য ২৪২টি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ।

অসলো শান্তি চুক্তির আগে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রথম ফিলিস্তিনি সংগ্রামের সময়কাল বা 'প্রথম ইন্তিফাদা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অসলো চুক্তির পর কী হলো

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে ১৯৯৩ সালে অত্যন্ত গোপনে এক আপোষ মীমাংসার মধ্য দিয়ে সমঝোতায় স্বাক্ষর করেছিলো দুই পক্ষ, যা অসলো চুক্তি নামে পরিচিতি পেয়েছিলো। কিন্তু সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস তখনি এ চুক্তির বিরোধিতা করেছিলো।

এ চুক্তিও কাঙ্ক্ষিত সফলতা এনে দিতে পারেনি বরং উভয়পক্ষ একে অপরকে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করে প্রায়শই হামলা-পাল্টা হামলায় লিপ্ত হয়েছে।

তবে ওই চুক্তির আওতায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছিলো এবং কথা ছিলো পরবর্তী পাঁচ বছর এ কর্তৃপক্ষ অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে সংঘাত নিরসনে আলোচনা চালিয়ে যাবে ও অন্য বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান করবে।

পরে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের জায়গায় একটি নির্বাচিত সরকার সেখানকার ক্ষমতায় আসার কথা, যারা পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা মিলিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। ফিলিস্তিনিদের দাবি ছিল, তাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী হবে পূর্ব জেরুসালেম, যদিও এই বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কখনো সমঝোতা হয়নি।

বাস্তবতা হলো তিন দশক পরে এসেও এখন সেই ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ রয়েই গেছে যার নেতৃত্বে আছেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

একই সাথে শান্তি চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি ছিলো এক লাখ দশ হাজার। এখন সেই সংখ্যা সাত লাখ।

আবার ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকা এলাকায় এখন যাদের বয়স ৩৫ বছর তারা কখনো ভোট দেয়া বা নির্বাচিত সরকার গঠনেরও সুযোগ পায়নি।

বরং পূর্ব জেরুজালেম, গাজা এবং পশ্চিম তীরে যে ফিলিস্তিনিরা এখন থাকেন, তাদের সঙ্গে ইসরায়েলিদের উত্তেজনা প্রায়শই চরমে উঠতে দেখা যায়।

শান্তি চুক্তিতে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলো প্রয়াত ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন পিএলও পার্টি। কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে গাজা শাসন করে আসছে কট্টরপন্থী ফিলিস্তিনি দল হামাস।

ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে। আবার গাজার সীমান্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ইসরায়েল এবং মিশর, যাতে হামাসের কাছে কোন অস্ত্র পৌঁছাতে না পারে।

ব্যর্থতার ধারাবাহিকতায় নানা উদ্যোগ

অসলো চুক্তির ধারাবাহিকতায় পরে ১৯৯৫, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে বিভিন্ন জায়গায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছিলো।

এরপরে ২০০০ সালে ক্যাম্প ডেভিডে তখনকার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক ও ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের মধ্যে আলোচনা হয়েছিলো প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের উদ্যোগে।

তবে সে বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে শুরু হয় ফিলিস্তিনিদের নতুন সংগ্রাম, যা দ্বিতীয় ইন্তেফাদা হিসেবে পরিচিত। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের এই সংগ্রাম কালকে 'দ্বিতীয় ইন্তিফাদা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এর মধ্যেও নানা ধরণের উদ্যোগ হয়েছে দু পক্ষের মধ্যে সমঝোতার জন্য। ২০০২ সালে সৌদি আরব একটি পরিকল্পনা নিয়েছিলো যা আরব লীগ অনুমোদন করেছিলো। কিন্তু সেটিও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হয়েছে।

পরে ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়, যার লক্ষ্য ছিলো ২০০৫ সালের মধ্যে চূড়ান্ত আলোচনার পর্যায়ে আসা। কিন্তু তাও কার্যকর হয়নি।

২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ম্যারিল্যান্ডে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। যাতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মাহমুদ আব্বাস অংশ নেন। এক ডজনের বেশি আরব দেশ তাতে অংশ নিয়েছিলো।

কিন্তু এর মধ্যেই গাজায় নির্বাচনে জিতে যাওয়া হামাসের তাতে কোন প্রতিনিধিত্ব ছিলো না।

এরপর ২০১০ সালে ওয়াশিংটনে আবারো শান্তি আলোচনার উদ্যোগ নেন তখনকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। কয়েক সপ্তাহে কিছু অগ্রগতির পর তাতেও অচলাবস্থা তৈরি হয়।

অর্থাৎ খুব একটা লাভ হয়নি। বরং ২০১৪ সালের এপ্রিলে দু পক্ষের মধ্যে সরাসরি আলোচনা শেষ পর্যায়ে এসে ভেস্তে যায়।

২০১৭ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র জেরুসালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পর ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছিলো ফিলিস্তিনিদের তরফ থেকে।

এর আগে ওই বছরের মে মাসে হামাস ইসমাইল হানিয়াকে তাদের নতুন নেতা হিসেবে ঘোষণা দেয়।

২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র জানায় যে অধিকৃত এলাকায় ইসরায়েলি বসতি স্থাপনের সাথে তারা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে কোন বিরোধ দেখে না।

আমেরিকার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানো

২০২০ সালে তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন তাদের জেরুসালেমকে ইসরায়েলের অবিভক্ত রাজধানী হিসেবেই উল্লেখ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র তার দূতাবাসও জেরুসালেমে সরিয়ে নিয়েছে যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে ফিলিস্তিনিদের।

তিনি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র এবং পশ্চিম তীরের বসতি এলাকায় ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

কিন্তু ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এ পরিকল্পনাকে 'ষড়যন্ত্র' আখ্যায়িত করে প্রত্যাখান করেছিলেন। তবে এর মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে ছোট বড় নানা ধরণের সহিংসতা হয়েছে ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের মধ্যে।

পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিজয়ের এক বছর পর ২০০৭ সালে সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়। এরপর ইসরায়েল ও মিসর গাজায় অবরুদ্ধ অবস্থা আরও জোরদার করে। ২০০২ সালের এপ্রিলেও ইসরায়েলি বাহিনী এখানে এক পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান চালিয়েছিলো যাতে কমপক্ষে ৫২ জন ফিলিস্তিনি এবং এতে ২৩ জন ইসরায়েলি সৈন্য নিহত হয়। তবে বড় ধরণের সংঘাত হয়েছিলো ২০২১ সালের মে মাসে। সেবার এগার দিনের ভয়াবহ লড়াইয়ের পর মিশর, কাতার এবং জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় পরোক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সংঘাতের অবসান হয়েছিলো।

বিবিসির মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সম্পাদক জেরেমি বোয়েনের মতে ২০০৮ সালের পর ২০২১ সালের মে মাসের সহিংসতা চতুর্থ বড় সহিংসতার ঘটনা। ওই সহিংসতায় আড়াইশো মানুষ নিহত হয়েছিলো। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে সেবারের সহিংসতার অবসান হয়েছিলো।

তবে ২০০৫ সালের পর সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাগুলোর একটি হলো চলতি বছরের জুলাইয়ে অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শহরের শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলের বড় আকারের সামরিক অভিযান।

২০২২ সালের অগাস্টেও তিনদিনের সংঘাতে নিহত হয়েছিলো ৪৪ জন।

শক্তি বেড়েছে হামাসের

এরপরও মাঝে মধ্যে বিক্ষিপ্ত হামলা - পাল্টা হামলার ঘটনায় নিয়মিতই ঘটেছে উভয় পক্ষের মধ্যে। এর মধ্যেই চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপন আপাতত বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছিলো ইসরায়েল। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে শনিবার ইসরায়েলিদের ওপর বিস্ময়কর এক হামলা চালিয়েছে সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস, যার জের ধরে ইসরায়েল নিজেকে 'যুদ্ধাবস্থায়' আছে ঘোষণা করে পাল্টা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে হামাস অবস্থান লক্ষ্য করে। অবশ্য চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের একজন দূত টর ওয়েনেসল্যান্ড বিবিসির সাথে সাক্ষাতকারে জেরুসালেমে বলেছিলেন ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সহিংসতা জটিল পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তিনি রক্তপাত বন্ধে দৃঢ় কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের আহবান জানিয়েছিলেন।

আর ওদিকে রামাল্লায় অসলো চুক্তির লিগ্যাসি বহন করে চলেছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অফিস। তবে পশ্চিম তীরের কিছু এলাকা বিশেষ করে নাবলুস ও জেনিন শহরের নিয়ন্ত্রণ তারা আগেই হারিয়েছে।

এর পরিবর্তে শক্তি বেড়েছে হামাস ও ইসলামিক জিহাদের।

একশ বছরের পুরনো সংকট

ফিলিস্তিন একসময় ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের পরাজয়ের পর ব্রিটেন ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

তখন ফিলিস্তিনে যারা থাকতো তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল আরব, সেই সঙ্গে কিছু ইহুদী, যারা ছিল সংখ্যালঘু।

কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্রিটেনকে দায়িত্ব দিল ইহুদী জনগোষ্ঠীর জন্য ফিলিস্তিনে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তখন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করলো।

ইহুদীরা এই অঞ্চলকে তাদের পূর্বপুরুষদের দেশ বলে দাবি করে। কিন্তু আরবরাও দাবি করে এই ভূমি তাদের এবং ইহুদীদের জন্য সেখানে রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টার তারা বিরোধিতা করে।

উনিশশো বিশ থেকে ১৯৪০ দশকের মধ্যে ইউরোপ থেকে দলে দলে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে যেতে শুরু করে এবং তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ইউরোপে ইহুদী নিপীড়ন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভয়ংকর ইহুদী নিধনযজ্ঞের পর সেখান থেকে পালিয়ে এরা নতুন এক মাতৃভূমি তৈরির স্বপ্ন দেখছিল।

ফিলিস্তিনে তখন ইহুদী আর আরবদের মধ্যে সহিংসতা শুরু হলো, একই সঙ্গে সহিংসতা বাড়ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও।

উনিশশো সাতচল্লিশ সালে জাতিসংঘে এক ভোটাভুটিতে ফিলিস্তিনকে দুই টুকরো করে দুটি পৃথক ইহুদী এবং আরব রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হলো। জেরুজালেম থাকবে একটি আন্তর্জাতিক নগরী হিসেবে। ইহুদী নেতারা এই প্রস্তাব মেনে নেন, কিন্তু আরব নেতারা প্রত্যাখান করেন। জাতিসংঘের এই পরিকল্পনা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি।

ব্রিটিশরা এই সমস্যার কোন সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন ছাড়ে। ইহুদী নেতারা এরপর ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

টুকরো খবর

উত্তর দিনাজপুরে পঞ্চায়েত প্রধান খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আরও এক সন্দেহভাজন

উত্তর দিনাজপুর ঃ পাঞ্জিপাড়ার প্রধান হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ আরো একজনকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হল। বিহার-নেপাল সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ে ওই অভিযুক্ত। মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের দারস্থ হলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল সহ গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। তাদের দাবি যে ভাবে একজন প্রধানকে দিনদুপুরে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এতে আতঙ্কে রয়েছেন তারা। তাই দ্রুত যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলে ইতিমধ্যেই একটি স্মারকলিপিও প্রদান করা হয় পুলিশ সুপারের কাছে। তাদের দাবি যতদিন পর্যন্ত মূল অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হচ্ছে ততদিন তারা গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েতের কাজ ও পঞ্চায়েত সমিতির কাজ বন্ধ রাখবেন।

টানা বৃষ্টিতে ব্রিজ ভেঙে ইসলামপুর শহর থেকে বিচ্ছিন্ন ৫০ গ্রাম

উত্তর দিনাজপুর ঃ লাগাতার বৃষ্টির কারণে ডুবে গেল সেতুয়ারি নদীর সেতু যার ফলে ঘাটাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রামপুর এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা তাহের মোহাম্মদ দের দাবি,রামপুর থেকে ইসলামপুর শহরে যাওয়ার সমস্ত রাস্তায় বন্ধ হয়ে গেল প্রায় দশটি গ্রামের ইসলামপুর শহরে রয়েছে থানা হসপিটাল থেকে শুরু করে বাচ্চাদের স্কুল । লাগাতার ভারী বর্ষার ফলে স্থানীয় সেতু ডুবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

শহরের যানজট মোকাবেলায় শিলিগুড়ি নতুন পুলিশ কমিশনার সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র

শিলিগুড়িঃ শহরের যানজট মোকাবেলায় তৎপর শিলিগুড়ি পুরনিগম। শিলিগুড়ি নতুন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয় অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। বৈঠকে মূলত ট্রাফিক সমস্যা মোকাবেলায় কি কি করা প্রয়োজন রয়েছে সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন পুজোর পর অটো টোটোর যাতায়াতের জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করা হবে। আপাতত যে সমস্ত টোটোর নম্বর রয়েছে তারা প্রধান রাস্তায় চলাচল করতে পারবে কিন্তু পুজোর পর টোটো এবং অটোর জন্য আলাদা আলাদা রুট তৈরি করা হবে তার জন্য ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ। তবে শহরের ভেতরে ট্রাক দাঁড় করিয়ে লোডিং আনলোডিং এর কাজ করা যাবে না এর বিরুদ্ধে পুলিশ এবং পুরনিগম একসঙ্গে কাজ করবে বলে মেয়র জানান। মেয়র আরও জানিয়েছেন শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু রাস্তা চওড়া করা হবে এবং একাধিক জায়গায় পার্কিং তৈরি করা হবে। পুজোর আগে পার্কিংয়ের কাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে পুরোনিগমের। এদিন নতুন কমিশনারকে স্বাগত জানান মেয়র।

আলিপুরদুয়ার জংশন পশ্চিম জিৎপুর এলাকা এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জংশন পশ্চিম জিৎপুর এলাকা এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো পশ্চিম জিৎপুর এলাকায়। এলাকার বাসিন্দারা জানান বেশ কিছুদিন যাবৎ ধরে ঝোপঝাড় থেকে দুর্গন্ধ আসছিল আজ ঝোপঝাড়ে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা মৃতদেহ দেখতে পায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জংশন পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দি ঘটনাস্থলে জংশন ফাঁড়ির পুলিশ ও আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ পৌঁছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। মৃত ব্যাক্তির পরিচয় জানা যায়নি।

জলবন্দি মালদা শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ড

মালদা ঃ দুইদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে এখনো জলবন্দি মালদা শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ড। ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও শহরের একাধিক এলাকায় বৃষ্টির জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যার ফলে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার পুরসভার বেশ কিছু ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে। যদিও পুরসভা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, শনি এবং রবিবারের একটানা যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে অনেক ওয়ার্ডে জল জমেছে। সেই জল নিকাশি করার ব্যবস্থা নিয়েছে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থেকে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন , এইরকম বৃষ্টি ১৯৯৫ সালে একবার হয়েছিল। তখনও আমি পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম। সেই সময় বেশ কিছু ওয়ার্ডে জল জমেছিল। এই ধরনের বৃষ্টি যখন দিল্লী ও মুম্বাই হয় সেখানেও জলবন্দী হয়ে পড়ে বহু এলাকা। দিল্লি ও মুম্বাই দেশের এওয়ান সিটি। সুতরাং মালদা শহরে জল জমার বিষয়টি নিয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য , শনিবার রাত থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জলবন্দী হয়ে পড়ে মালদা শহরের বিনয় সরকার রোড, সুভাষপল্লী, বিবেকানন্দপল্লী, মালঞ্চপল্লী , সর্বমঙ্গলাপল্লী, বুড়াবুড়িতলা, সানিপার্ক, রিজেন্টপার্ক সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এখনো শহরের অনেক এলাকায় বৃষ্টির জমা জল রয়েছে। আর এই জল সহজেই বিভিন্ন এলাকা থেকে নিকাশি হচ্ছে না বলে অভিযোগ । সোমবার মালদা শহরের কুলদীপ মিশ্র কলোনি, নরসিংকুপা সহ একাধিক এলাকা হাঁটু জলে ডুবে রয়েছে । সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে এই বৃষ্টির জল জমা নিয়েই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। রবিবারের পর সোমবারও ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী মালদা শহরের জলবন্দী এলাকাগুলি পরিদর্শন করে। কিভাবে অতি সহজেই বৃষ্টির জমা জল নিকাশী সম্ভব, তা নিয়েও বিভিন্ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেন চেয়ারম্যান । এদিকে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত মালদা শহরের কুলদীপ মিশ্র কলোনির অধিকাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, শহরের অনেক এলাকায় পুকুর , বিল জলাজমি বেআইনিভাবে ভরাট হওয়ার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেআইনিভাবে জলাশয় ভরাট বন্ধ না হলে আগামী দিনে আরো ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হবে। সোমবারও কুলদীপ মিশ্র কলোনিতেও বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। হাঁটুবন্দী জল পেরিয়েই এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াত করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুজিত সাহা বলেন, যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে হাইড্রেন থেকে শুরু করে এলাকার কালভার্ট দিয়েও জল নিকাশের ক্ষেত্রে চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। যেসব এলাকা এখনো জলবন্দি হয়ে রয়েছে, সেখানে পাম্প চালিয়ে জল নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একরম বৃষ্টি কয়েক দশক পর মালদায় হলো। মানুষের সমস্যার কথা শুনেছি। দ্রুত সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে মালদা শহরের নেতাজি পুরো মার্কেট সহ আরো বেশ কিছু এলাকা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। অনেক ব্যবসায়ীদের দোকানে জল ঢুকে যাওয়াই প্রচুর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীয় নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, দুই দিনের টানা বৃষ্টির জেরে নেতাজি পুরো মার্কেট এলাকায় ব্যাপক জল জমে গিয়েছে। ফলে অনেক ব্যবসায়ী দোকানে জল ঢুকে গিয়েছে। জিনিসপত্র অনেক নষ্ট হয়েছে। আমরা পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা পরিকাঠামো উন্নত করার আবেদন জানিয়েছি। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, পুরসভার পক্ষ থেকে নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে সব রকম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের অফিসার ইঞ্জিনিয়ারদের সাথেও কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলজমার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলররাও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
10:10:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

খালেদা জিয়ার 'মৃত্যু ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি' বলছেন চিকিৎসকরা

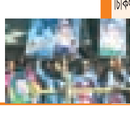

ঢাকা ঃ বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে খালেদা জিয়ার 'মৃত্যুঝুঁকি অত্যন্ত বেশি' এবং তার লিভার প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্যে অতিসত্বর বিদেশে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। ঢাকায় একটি সংবাদ সম্মেলনে তাঁর মেডিকেল বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয় খালেদা জিয়ার লিভার প্রতিস্থাপন করার সুযোগ দেয়া হলে দীর্ঘ সময় সুস্থভাবে বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে। খালেদা জিয়ার প্রধান ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী সংবাদ সম্মেলনে জানান যে খালেদা জিয়ার মূল অসুস্থতা 'লিভার সিরোসিস জনিত পোর্টাল হাইপারটেনশন'। যতক্ষণ পর্যন্ত সিরোসিস জনিত পোর্টাল হাইপারটেনশনের চিকিৎসা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থার অবনতি হতে পারে। আর এই অসুস্থতার চিকিৎসা হচ্ছে ট্রান্সজুগুলার ইন্ট্রাহেপাটিক পোর্টোসিস্টেমিক শান্ট বা টিআইপিএস, এবং তারপর লিভার প্রতিস্থাপন, বলেন চিকিৎসক মি. সিদ্দিকী। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনি ও লিভারের জটিলতাসহ নানা শারীরিক সমস্যায় খালেদা জিয়া ভুগছেন বলে জানান মি. সিদ্দিকী। বর্তমান অবস্থায় মেডিকেল বোর্ডের 'সমস্ত চিকিৎসার সুযোগ শেষ হয়ে আসছে' বলেও জানান ডাক্তার ফখরুদ্দিন সিদ্দিকী।

এক হাজারের বেশি নিহত, ইসরায়েলের সমর্থনে রণতরী পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস আর ইসরায়েলের সেনাদের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার ৩৬ ঘণ্টারও বেশি সময় পার হলেও এখনও গাজা উপত্যকার নিকটবর্তী কিছু অঞ্চলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে।

ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এখন পর্যন্ত তাদের ৭০০ নাগরিক মারা গেছে, যার মধ্যে দক্ষিণ ইসরায়েলে একটি সঙ্গীত উৎসবেই মারা গেছে ২৫০ জনের বেশি। অন্যদিকে ফিলিস্তিন বলছে যে ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় ৪১৩ জন ফিলিস্তিনি মারা গেছে এখন পর্যন্ত।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে যে তারা কিছুক্ষণ আগে হামাসের অন্যতম প্রধান ঘাঁটিতে একাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে। জাবালিয়া অঞ্চলে হামাসের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপর্ণূ একটি মসজিদ ছিল লক্ষ্যবস্তুগুলোর মধ্যে অন্যতম।

অন্যদিকে হামাসও ইসরায়েলের দিকে রকেট ছোঁড়া অব্যাহত রেখেছে। শনিবার ভোর থেকে ইসরায়েলের ভেতরে হামাসের এই আকস্মিক রকেট হামলা শুরু হয়।

দক্ষিণ ইসরায়েলের কিব্বুতজ রে'ইম অঞ্চলের নেগেভ মরুভূমিতে চলতে থাকা সঙ্গীত উৎসব ছিল স্থল হামলার প্রাথমিক লক্ষ্য। এই 'সুপারনোভা ফেস্টিভালে' সশস্ত্র হামাস সদস্যরা হামলা চালায় শনিবার ভোরে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার ভোরে উৎসব স্থলে কয়েকটি গাড়িতে করে উপস্থিত হয়ে উৎসবে অংশ নেয়া মানুষের ওপর গুলি চালানো শুরু করে হামাস সদস্যরা।

এরপর কিব্বুতজ রে'ইমের আবাসিক এলাকাগুলোতেও হামলা চালায় হামাস।

হামাসের হামলার জবাবে পাল্টা আক্রমণে ইসরায়েলের বাহিনীর রকেট হামলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাজা উপত্যকার সব ধরনের স্থাপনা। জাতিসংঘ জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় এখন পর্যন্ত ১ লাখ ২৩ হাজারের বেশি মানুষ ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

এর মধ্যে ৭৪ হাজার মানুষ জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে বলে রবিবার রাতে প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে জানানো হয় জাতিসংঘের পক্ষ থেকে।

গত ১৭ বছর ধরে গাজার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা হামাস বলেছে তারা 'প্রতিশোধমূলক' হামলা অব্যাহত রাখবে।

গাজার সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে হামাসের এই হামলা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

এই হামলা অনেকেই উদযাপন করছেন, আবার অনেকেই দীর্ঘ যুদ্ধের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

গত ১৭ বছর ধরে গাজার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা হামাস বলেছে তারা 'প্রতিশোধমূলক' হামলা অব্যাহত রাখবে।

ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা

যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করতে বিমান বহনকারী একটি জাহাজ ইসরায়েলের কাছে নিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন জানিয়েছেন যে মার্কিন রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড, একটি মিসাইল ক্রুজার ও চারটি মিসাইল বিধ্বংসী যান ঐ অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে। ইসরায়েলের শত্রুরা যেন এই পরিস্থিতি থেকে ফায়দা নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ। সামনের দিনগুলোতে ইসরায়েলে আরো অস্ত্র সহায়তা পাঠানো হবে বলেও জানিয়েছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন অবশ্য বলেছেন যে হামাসের হামলার সাথে ইরানের সরাসরি যোগসূত্র থাকার কোনো প্রমাণ পায়নি তারা। তবে হামাসকে যে ইরান দীর্ঘ সময় ধরে সহায়তা করে আসছে, এটিও মনে করিয়ে দেন তিনি।

বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকা

গাজা উপত্যকায় প্রায় ২৩ লাখ মানুষ বাস করেন।

শনিবার সকালেই যখন হামাস সেনাদের ইসরায়েলে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানকার মানুষ উল্লাস করছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেকেই সেই চিত্র পুরোপুরি পাল্টাতে শুরু করে।

হামাসের হামলার জবাবে পাল্টা রকেট ও বোমা হামলা করে ইসরায়েলের বাহিনী। গাজা উপত্যকার নাগরিকরা আতঙ্কে ঘর ছাড়তে শুরু করেন।

ইসরায়েলের প্রতি আক্রমণে এখন পর্যন্ত মারা যাওয়া ৪১৩ জনের অধিকাংশই 'নারী ও শিশু' বলে দাবি করছে হামাস।

এরই মধ্যে গাজা উপত্যকায় বিদ্যুৎ সহ খাদ্য, পানি ও জ্বালানি সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। গাজার নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ঐ এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদার সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পূরণ করতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে গাজা উপত্যকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় উদ্ধারকৃতদের চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাপকভাব ব্যহত হচ্ছে বলে জানিয়েছে সেখানকার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।

হামাসের প্রতি ইরানের সমর্থন প্রকাশ

দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাস সদস্যদের হামলার পর ইরানের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ হামাসের প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির‑আব্দোল্লাহিয়ান সাম্প্রতিক এই সহিংসতাকে 'বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা অপরাধ আর হত্যার সমুচিত প্রতিক্রিয়া' বলে আখ্যা দিয়ে একটি টুইট করেছেন।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি টেলিভিশনে প্রচারিত এক বক্তব্যে এই ঘটনাকে 'ফিলিস্তিনি সেনা ও সব ফিলিস্তিনি দলের বিজয়' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এর আগে শনিবার সকালে দক্ষিণ ইসরায়েলে রকেট হামলার পর হামাস দাবি করেছিল যে তারা ইরানের সমর্থন ও সহায়তায় এই হামলা চালিয়েছে।

তবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে ইরানের প্রতিনিধি এই হামলার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

বড় ধরনের সেনা অভিযান অবশ্যম্ভাবী

বিবিসি'র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক জেরেমি বোয়েনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী হামাস গোষ্ঠীকে দমন করতে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় বড় ধরনের সেনা অভিযান চালাবে। আর তা হলে, হামাস আর ইসরায়েলের বাহিনীর মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত চলমান থাকতে পারে সামনের কিছু দিন।

এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই ধরনের হামলায় না গিয়ে গাজা উপত্যকাকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমেই হামাসকে সেখানে আটকে রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে সেই কৌশল খুব একটা কার্যকর হয়নি। সেখানে বড় ধরনের সেনা অভিযান হয়তো খুব দ্রুতই পরিচালিত হতে পারে।

এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে বহু ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক মারা যাবে।

ইসরায়েলের সেরকম পদক্ষেপে যদি পুরো অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে না পড়ে এবং শুধু গাজা উপত্যকা আক্রমণ করে তারা হামাসকে দমন করতে পারে, তা সত্ত্বেও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ থেকেই যায়।

ঐ পরিস্থিতিতে গাজা কীভাবে পরিচালিত হবে? সংঘাত শেষে ইসরায়েলের সেনারা যখন ফিরে যাবে, তখন গাজার নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে? শুধু সেনাবাহিনী দিয়ে কী ঐ অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করা যাবে?

ঐ অঞ্চলের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কোনো রাজনৈতিক সমাধান বের না করা গেলে ভবিষ্যতে আরো কয়েক প্রজন্ম হয়তো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর সহিংসতার মধ্যে দিয়েই জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে।

বিবিসির যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংবাদদাতা বারবারা প্লেটআশার বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্র রণতরী, যুদ্ধবিমান ও অতিরিক্ত গোলাবারুদ পাঠানোর মাধ্যমে মূলত লেবাননের শক্তিশালী হেজবোল্লাহ গ্রুপকে এই সংঘাতে জড়ানো থেকে থামাতে চাচ্ছে।

কট্টরপন্থী শিয়া গোষ্ঠী হেজবোল্লাহকে ইরান সহায়তা করে থাকে। হামাসের অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে থাকে ইরান।

বিশ্বকাপ স্টেডিয়ামে নিষিদ্ধ 'জার্ভো ৬৯' কে?

চেন্নাই ঃ ক্রিকেটের খোঁজ রাখেন এমন অনেকের কাছে জার্ভো পরিচিত এক নাম, বেশ কয়েকবার তিনি মাঠে ঢুকে পড়েন তিনি, ভারতের জার্সি পরে মাঠে নেমে ক্রিকেটারদের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

রোববার অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচে তিনি দৌড়ে মাঠে ঢুকে ভিরাট কোহলির পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

চেন্নাইয়ের এমএ চিদামবারাম স্টেডিয়ামে ড্যানিয়েল জার্ভিস খেলার মধ্যে ঢুকে পড়েন কোহলির কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথে নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে ধরে ফেলেন এবং মাঠের বাইরে নিয়ে যান।

এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বিশ্বকাপের বাকি সব ম্যাচের জন্য তাকে নিষিদ্ধ করেছে। আইসিসির এক মুখপাত্র বার্তাসংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, আমরা এই ধরনের ঘটনা যেকোনও মূল্যে ঠেকাতে চাই। এটা নিয়ে আমরা গুরুত্বের সাথে কাজ করছি।

নিষিদ্ধ হওয়া ব্যক্তি 'জার্ভো ৬৯' নামে পরিচিত হলেও, তার আসল নাম ড্যানিয়েল জার্ভিস, তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্র্যাঙ্কস্টার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সবচেয়ে পরিচিত 'পিচ ইনভেডার' তিনি।

জার্ভিস একের পর এক মাঠে ঢোকার মতো ঘটনা ঘটিয়ে এখন আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছেন।

নানা সময়ে তিনি মাঠে ঢুকে ইউটিউবে সেটা নিয়ে ভিডিও দিয়ে লিখেছেন, 'সাকসেস'।

জার্ভিসের ইউটিউব চ্যানেলে ১ লাখ ৮০ হাজারের বেশি সাবস্ক্রাইবার আছে। সেখানে তিনি বিভিন্ন খেলায় মাঠে ঢুকে পড়ার ভিডিও আপলোড করেছেন।

শুধু ক্রিকেট না, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফুটবল এবং এমনকি আমেরিকার ন্যাশনাল ফুটবল লিগের খেলাতেও তিনি মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন।

অন্তত ৪ বার তিনি মাঠে ঢুকেছেন, শুধু জার্সি না, কখনো কখনো ব্যাট, প্যাড, হেলমেট নিয়ে মাঠে ঢুকে ক্রিজেও দাঁড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

২০২১ সালে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে ম্যাচ চলাকালীন জার্ভো নামধারী এই ব্যক্তি মাঠে ঢুকে জনি বেয়ারস্টোর দিকে তেড়ে যান, এই ঘটনায় পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন তিনি।

মাঠে এমন অতর্কিত ঢুকে পড়া একটা ট্রেন্ডে পরিনত হয়েছে অনেক জায়গায়ই।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফুটবল ২০১৯ এর ফাইনালে স্বল্পবসনা এক নারী হঠাৎ করে মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়লে কিছুক্ষণের জন্যে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলাটি থেমে গিয়েছিল।

বলা হচ্ছিল, ইউটিউবভিত্তিক একটি রুশ পর্ন ওয়েবসাইটের প্রচারণা চালাতেই তিনি অর্ধনগ্ন হয়ে খেলা চলাকালে মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন।

২০১৬ সালে মাশরাফী বিন মোত্তর্জার জন্য এক সমর্থক গ্যালারির প্রাচীর টপকে মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়লেও প্রায় সাথে সাথে সামলে নিয়ে মাশরাফিও তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেনন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তোপ থেকে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। এসময় কিছুক্ষণের জন্য খেলা বন্ধ হয়ে ছিল।

এরপর ২০১৯ সালে এক টেস্ট ম্যাচে সাকিব আল হাসানের জন্য ফুল নিয়ে এসেছিলেন এক সমর্থক।

পরিস্থিতিতে বিব্রত হয়ে বেশ কয়েকবার সাকিব ফুল নিতে অস্বীকৃতি জানালেও, তবে শেষপর্যন্ত ফুল হাতে নিয়েছিলেন।

মিনিটখানেকের মধ্যেই মাঠে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা এবং ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা গিয়ে ঐ ব্যক্তিকে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যান।

এই ঘটনায় চার‌পাঁচ মিনিট বন্ধ ছিল তখন।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এই ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল যারা মাঠে ঢুকেছিলেন তাদের, খুব বেশি শাস্তি না দিলেও আইনী জটিলতায় পড়তে হয়েছে কাউকে কাউকে।

চেন্নাইয়ের উইকেট নিয়ে আলোচনা

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ম্যাচের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং দেখার পর সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল চেন্নাইয়ের উইকেট।

যেখানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সাত ব্যাটারের ছয়জনই ভারতের স্পিনারদের বলে আউট হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া শুরুতে ব্যাট করে ১৯৯ রানে গুটিয়ে গেছে।

ভারত স্পিন নির্ভর বোলিং নিয়ে মাঠে নেমেছে, যেখানে ছিলেন দুজন স্পেশালিস্ট স্পিনার কুলদীপ ইয়াদাভ ও রাভিচান্দ্রান আশ্বিন এবং অলরাউন্ডার রাভিন্দ্রা জাডেজা।

অস্ট্রেলিয়া এই উইকেটে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেখানে সন্ধ্যার পর শিশিরের কারণে বল গ্রিপ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, অস্ট্রেলিয়ার দুই স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের জন্য।

তবে অস্ট্রেলিয়া এই ম্যাচেও একটা পর্যায়ে জয়ের আশা জাগিয়ে তুলেছিল, ভারতের টপ অর্ডারের ব্যাট থেকে কোনও রান না আসতেই তিন উইকেট নিয়ে নেন অজি ফাস্ট বোলাররা, হ্যাজলউড দুটি ও স্টার্ক একটি।

শেষ পর্যন্ত হ্যাজলউড ৩৮ রান দিয়ে তিন উইকেট নেন, কিন্তু ভারতের ভিরাট কোহলি ও কেএল রাহুল এই ম্যাচে দাপটের সাথে ব্যাট করে জয় নিশ্চিত করেন।

ম্যাচের আরও একট হাইলাইট মুহূর্ত ছিল কোহলির ব্যাট থেকে ওঠা ক্যাচ মিচেল মার্শের হাতে জমেনি, এই ক্যাচ মিসটাকেও অস্ট্রেলিয়ার ছয় উইকেটে হারের বড় কারণ হিসেবে মনে করছেন।

ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন এক টুইটার পোস্টে লিখেছেন, এই ধরনের উইকেটে ভারতই বিশ্বকাপ জয়ের বড় দাবিদার এটা আরও একবার প্রমাণিত হলো।

চেন্নাইয়ের এই মাঠেই শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।